রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, এপ্রিল ১১, ১৯৯৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৪০৫ বাং/১লা ডিসেম্বর ১৯৯৮ ইং।

এস,আর,ও,নং ২৭৫-আইন/শ্রজম/শা-৯/৩(৪)/৯৭—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) section 37 এর sub-section(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার ২য় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা :

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১	২	৩
১।	অভিযোগ মামলা	৮৩/৯৪
২।	অভিযোগ মামলা	৯২/৯৫
৩।	ফৌজদারী মোঃ	৭/৯৫
৪।	অভিযোগ মামলা	২৩/৯৬
৫।	ফৌজদারী মোকদ্দমা	৪০/৯৬

মূল্য : টাকা ১৫.০০

১	২	৩
৬।	আই, আর, ও কেস	১০৭/৯৬
৭।	ফৌজদারী কেস	৮/৯৬
৮।	আই, আর, ও, মামলা	৯/৯৭
৯।	অভিযোগ মামলা	৬৮/৯৭
১০।	অভিযোগ মামলা	৬৯/৯৭
১১।	অভিযোগ মামলা	৭১/৯৭
১২।	অভিযোগ মামলা	৭২/৯৭
১৩।	অভিযোগ মামলা	৭৪/৯৭
১৪।	অভিযোগ মামলা	৭৫/৯৭
১৫।	অভিযোগ মামলা	৭৬/৯৭
১৬।	অভিযোগ মামলা	৭৭/৯৭
১৭।	অভিযোগ মামলা	৭৮/৯৭
১৮।	ফৌজদারী মামলা	২৭/৯৭
১৯।	অভিযোগ মো:	৪৭/৯৭
২০।	ফৌজদারী মোকদ্দমা	৬৫/৯৭
২১।	অভিযোগ মামলা	৭০/৯৭
২২।	অভিযোগ মামলা	৭৩/৯৭
২৩।	ফৌজদারী মামলা	৫৫/৯৭
২৪।	আই, আর, ও, মো:	২৫৫/৯৫
২৫।	অভিযোগ মামলা	৮৪/৯৫
২৬।	অভিযোগ মোকদ্দমা	৬৩/৯৫
২৭।	অভিযোগ মামলা	৮৮/৯৫
২৮।	অভিযোগ মামলা	৭৭/৯৫
২৯।	আই, আর, ও, মামলা	২৫/৯৫
৩০।	ই, ও, কেইস	৬/৯৫
৩১।	ই, ও, কেইস	৯/৯৫
৩২।	আই, আর, ও, মামলা	৩৪/৯৬
৩৩।	মজুরী পরিশোধ মো:	৩৫/৯৬
৩৪।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৩৬/৯৬

১	২	৩
৩৫।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৩৯/৯৬
৩৬।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৪০/৯৬
৩৭।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৪১/৯৬
৩৮।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৪২/৯৬
৩৯।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৪৩/৯৬
৪০।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৪৪/৯৬
৪১।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৪৫/৯৬
৪২।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৪৬/৯৬
৪৩।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৪৭/৯৬
৪৪।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৪৮/৯৬
৪৫।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৪৯/৯৬
৪৬।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৫০/৯৬
৪৭।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৫১/৯৬
৪৮।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৫২/৯৬
৪৯।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৫৩/৯৬
৫০।	আই, আর, ও, মামলা	৭৮/৯৬
৫১।	আই, আর, ও, মো:	৯০/৯৬
৫২।	অভিযোগ মামলা	৬৫/৯৬
৫৩।	অভিযোগ কেইস	৫৯/৯৬
৫৪।	অভিযোগ কেইস	৫৬/৯৬
৫৫।	অভিযোগ কেইস	৬০/৯৬
৫৬।	আই, আর, ও, মামলা	৩২/৯৭
৫৭।	আই, আর, ও, মামলা	৯৬/৯৭
৫৮।	ফৌজদারী মোকদ্দমা	১১/৯৭
৫৯।	আই, আর, ও, মামলা	১৬/৯৭
৬০।	অভিযোগ মামলা	০৫/৯৮
৬১।	অভিযোগ মামলা	০৬/৯৮

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মীর মো: সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

অভিযোগ মামলা নং ৮৩/১৯৯৪
মোঃ ইউনুছ, গুদাম প্রহরী,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
৬/১, আওরঙ্গ মহল্লা,
জয়েন্ট কোয়াটার,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
লোকাল অফিস,
৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
প্রধান কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত: জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব রশিদ আহাম্মদ (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।
রায়ের তারিখ: ৩০-৪-৯৮ ইং

রায়

প্রথম পক্ষকে ইং ১০-১০-৮০ তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দানের প্রার্থনায় তৎকর্তৃক ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার আওতায় এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষ মোঃ ইউনুছ মিয়া, গুদাম প্রহরী, রূপালী ব্যাংক লিঃ এর মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষের তৎকালীন ম্যানেজার স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ইং ১০-১০-৮০ তারিখে গুদাম প্রহরী হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। তাহার চাকুরীর খতিয়ান সন্তোষজনক। তিনি প্রথমে মেসার্স বাংলাদেশ টাইগার চাকায় কাজ করেন। পরে তাহাকে পুরানো টেনারী হাজারীবাগ, ঢাকায় বদলী করা হয়। তাহার মাসিক সর্বসাকুল্যে ১৯১০-টাকা মজুরী ও তৎসহ দৈনিক ১৩-টাকা হারে দুপুরের খাবার বাবদ ভাতা দেওয়া হইত। তিনি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৪ ধারার বিধান মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গন্য যোগ্য এবং তৎমোতাবেক স্থায়ী শ্রমিকের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য যোগ্য। স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় তাহাকে যখন যে গুদামে কাজের প্রয়োজন হয়

তখন দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহাকে ঐ গুদামে বদলী করা হয় এবং তৎমোতাবেক তিনি ইং ১০-১০-৮০ তারিখ হইতে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাহাকে তাহার কাজ কর্মের জন্য দ্বিতীয় পক্ষের নিকট জবাব দিহি করিতে হয় এবং কোন ভুল ত্রান্তির ক্ষেত্রে ও তাহাকে কারন দর্শানো নোটিশের জবাব দ্বিতীয় পক্ষকে প্রদান করিতে হয়। ১ নং দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় ক্যাজুয়েল ছুটি, অসুস্থতা-জনিত ছুটি, বাৎসরিক ছুটি ও বোনাস ইত্যাদি প্রদান করেন এবং তাহার বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্যাদি দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে তাহার নামের হিসাব নম্বর ১১৪২৬ এ জমা করা হয়। কিন্তু তাহাকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগ, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, এবং পদোন্নতির জন্য তাহাকে বিবেচনা করা হয় না। ১৯৯১ সনে ২ নং দ্বিতীয় পক্ষ গি, নি, এ, এ সহিত একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। কিন্তু উক্ত চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক প্রথম পক্ষকে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইতেছে না তাহাকে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য ইং ৬-১১-৯৬ তারিখে বাংলাদেশ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক) ধারা মোতাবেক একটি অনুযোগপত্র রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত অনুযোগ পত্র পাওয়ার পরেও কোন প্রতিকার করেন নাই। কাজেই, তিনি অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলক্রমে তৎ-কর্তৃক এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তকারে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং তামাদি দোষে বারিত এবং কারনাভাবে অচল। ইহা ব্যতিরেকে মোকদ্দমাটি ওয়েষ্টার ও এষ্টোপেল দোষেও বারিত এবং ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার প্রথম পক্ষ কর্তৃক এই মোকদ্দমা করিতে কোন লোকাস ষ্ট্যাণ্ডি নাই।

দ্বিতীয় পক্ষের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের ইং ৬-১০-৮০ তারিখের দরখাস্তের ভিত্তিতে তাহাকে ইং ১০-১০-৮০ তারিখের পত্র মোতাবেক সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে সাময়িকভাবে ব্যাংকের গোডাউনে ব্যাংকের নিকট দেওয়া বন্ধকী মালামাল পাহা-রার নিমিত্ত কতিপয় শর্তে গোডাউন দারোয়ান হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। শর্তানুসারে, ক্ষতিপূরণ ভাতা প্রতিমাসে ২৫-টাকাসহ তিনি বাংলাদেশ টাইমসের খরচে সর্বসাকুল্যে ৩৮৬-টাকা বেতন প্রাপ্ত হইবেন। ইহা ব্যতিরেকে তাহার নিয়োগটি সম্পূর্ণ অস্থায়ী এবং তাহাকে নোটিশ না দিয়াই অসান যোগ্য মর্মে উল্লেখ করা হয় এবং তাহাকে ঢাকার ফরাগগঞ্জস্থ মেসার্স বাংলাদেশ টাইমসের গোডাউনে দ্বিতীয় পক্ষের নির্দেশ অনুসারে সার্বক্ষণিকভাবে গুদাম রক্ষক হিসাবে কাজ করার ও শর্ত দেওয়া হয় এবং আরও শর্ত থাকে যে, তাহার নিয়োগপত্র শুধু মাত্র মেসার্স বাংলাদেশ টাইমসের জন্য প্রযোজ্য এবং তিনি ওয়ার্কচার্জ শ্রমিক হিসাবে গন্য যোগ্য হইবেন। উক্ত শর্তসমূহ মানিয়া নিয়াই প্রথম পক্ষ চাকুরীতে যোগদান করেন। উক্ত গোডাউনের কাজ বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর ইং ১০-১০-৮০ তারিখের নিয়োগ পত্রের উল্লেখিত শর্তানুরূপে ইং ২২-৯-৮৫ তারিখ অপর একটি পত্রের ভিত্তিতে তাহাকে মেসার্স পূবালী টেনারিজের গোডাউনে অস্থায়ী দারোয়ানের চাকুরীর প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি উক্ত প্রস্তাব গ্রহণক্রমে চাকুরীতে যোগদান করেন। এমতাবস্থায়, খাতকের হিসাব বন্ধ হওয়ার সংগে সংগে তিনি স্বয়ংক্রিয় চাকুরীচ্যুত হইয়াছে এবং তিনি কখনো ব্যাংকের কর্মচারী ছিলেন না।

প্রথম পক্ষ কোন অস্থায়ী পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হইলে শিক্ষানবিশকালে তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি খাতকের খাতে ও খরচে অস্থায়ী ওয়ার্কচার্জ ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি কোন প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ, বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনা যোগ্য নহে। ইং ৬-১১-৯৪ তারিখে দাখিলী অনুরোধ পত্রটি মেলাফাইড। ব্যাংকের মঞ্জুরীকৃত গোডাউন মাত্র ৮টি এবং তৎমোতাবেক ব্যাংকের বাজেটে নিজস্ব সম্পদ হইতে গোডাউন কিপার ও চৌকিদারদের বেতন সংকলান করা হয় এবং ব্যাংকের ঐ ৮টি গোডাউন কিপারের পদের বিপরীতে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়। ১নং দ্বিতীয় পক্ষ খাতকের খরচে ও খাতে সাময়িক ভাবে ঋণ সংক্রান্ত নিয়োগ দিতে পারেন কিন্তু কোন স্থায়ী পদের বিপরীতে বা স্থায়ী হিসাবে নিয়োগ দিতে তিনি অপারগ। এমতাবস্থায়, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কিনা?
(২) মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বা প্রিন্সিপাল, ওয়েসার, একুইমেনস ও এষ্টোপল দ্বারা বারিত কিনা?
(৩) প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য যোগ্য হইবেন কিনা?
(৪) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কিনা?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর:-১, ২, ৩ ও ৪.

সংক্ষিপ্তকার ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে পর্যালোচনার জন্য গৃহীত হইল। প্রারম্ভেই ইহা উল্লেখ করিতে হয় যে, প্রথম পক্ষ মোঃ ইউনুস পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে এবং দ্বিতীয় পক্ষে রূপালী ব্যাংক, স্থানীয় কার্যালয়, সিনিয়র অফিসার জনাব মোঃ ওসমান গনি কর্তৃক ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে প্রথম পক্ষের ইং ১০-১০-৮০ তারিখের নিয়োগ পত্র, প্রদর্শনী-১, ইং ২২-৯-৮৫ তারিখের পোষ্টিং আদেশ, প্রদর্শনী-২, ইং ৬-৪-৮৫ তারিখের কর্মনাস্ত সংক্রান্ত দ্বিতীয় পক্ষের আদেশ প্রদর্শনী-২(ক), দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইং ২৬-৭-৮৩ তারিখ প্রথম পক্ষের বরাবরে দেয় প্রত্যয়ন পত্র, প্রদর্শনী-৩ ইং ৬-১১-৯৪ তারিখে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে প্রেরিত অনুযোগ পত্র প্রদর্শনী-৪, রেজিষ্ট্রেশন পোষ্টাল রশিদ, প্রদর্শনী-৫, ৫(ক) হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষের ইং ৬-১০-৮০ তারিখে গোডাউন চৌকিদার পদে চাকুরীর আবেদন পত্র, প্রদর্শনী-ক, ইং ১০-১০-৮০ তারিখের নিয়োগ পত্র, প্রদর্শনী-খ ইং ২২-৯-৮৫ তারিখে পোষ্টিং আদেশ, প্রদর্শনী-গ (যাহা যথাক্রমে প্রদর্শনী-১ ও ২ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে), ইং ৩১-১১-৮৩ তারিখ হইতে ২৪-১২-৯৪ তারিখ পর্যন্ত প্রথম পক্ষের নামীয় সি/ডি একাউন্ট নম্বর ৩২৫১ ও সি/ডি একাউন্ট নম্বর ১৪৬৯ এর হিসাব, বিবরনী প্রদর্শনী-ঘ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। আরও উল্লেখ্য যে, ডি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক তাহার জেরার স্বাক্ষ্যে এই মর্মে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন খাতকের গোডাউনে তাহাদের (ব্যাংকের) নিদেশ মোতাবেক প্রথম পক্ষ ইং ১০-১০-৮০ তারিখ হইতে অদ্যাবধি কাজ করিয়া আসিতেছেন। প্রথম পক্ষের নামীয় ষ্টাফ হিসাবে নং ১১৪২৬তে মাসের শেষে খাতকের হিসাব হইতে তাহার পাওনা বেতন ভাতাদি ডেবিট করিয়া জমা করা

হয়। প্রথম পক্ষের সকল ছুটি, বোনাস ইত্যাদি ব্যাংক কর্তৃক প্রদান করা হইয়া থাকে। প্রথম পক্ষকে নিয়োগ পত্র ও ব্যাংক কর্তৃক দেওয়া হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত দালিলিক ও মৌখিক স্বাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইং ১০-১০-৮০ তারিখ নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছে প্রথমে গোডাউনে প্রহরী পদে বাংলাদেশ টাইমসের গোডাউনে এবং পরে পূর্বালী টেনারিজ গোডাউনে কাজ করিয়া আসিতেছেন। স্বীকৃত মতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে শুধু নিয়োগদানই নয়, তাহার ছুটি, কর্মস্থল নির্ধারন, বোনাস ও বেতন ভাতাদিও দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষকে ব্যাংকের অন্যান্য শ্রমিকের ন্যায় শুধু মাত্র প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও পদোন্নতির সুযোগ সুবিধা প্রদান না করায় এই বিষয়ে প্রথম পক্ষের অনুযোগের কারণে এই মোকদ্দমার উদ্ভব হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত প্রেক্ষাপটে এপক্ষসংশ্লিষ্ট যুক্তিতর্ক শুনানীরকালে ব্যাংকের নিযুক্ত বিজ্ঞ-আইনজীবি জনাব এস, এ, হক কর্তৃক এই মর্মে বক্তব্য রাখা হয় যে, যেহেতু প্রথম পক্ষকে প্রদর্শনী-১ বা ক এর ভিত্তিতে অস্থায়ী 'ওয়ার্কচার্জ' ভাবে নিয়োগ দেওয়া হইয়াছিল কাজেই, তিনি স্থায়ী শ্রমিকের কোন সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন না।

অপরদিকে প্রথম পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ-আইনজীবি জানব মাহবুবুল হক কর্তৃক এই মর্মে তাহার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হয় যে, যেহেতু প্রথম পক্ষ নিয়োগের তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীন দ্বিতীয় পক্ষেরই নির্দেশ মোতাবেক বিভিন্ন গোডাউনে কাজ করিয়া আসিতেছেন এবং বেতন ভাতাদি ও ব্যাংক কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে। কাজেই, ব্যাংকের অধীনে প্রথম পক্ষের চাকুরী অস্থায়ী নহে তিনি খাতকের ও কর্মচারী নহেন।

আমি উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য এবং তাহাদের দাখিলী কাগজাদি ও প্রদত্ত স্বাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়াছি। যেহেতু প্রথম পক্ষ গুদাম প্রহরী হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ইং ১০-১০-৮০ তারিখ হইতে গুদাম প্রহরী হিসাবে নিয়োগ লাভ করতঃ দ্বিতীয় পক্ষের নির্দেশ মোতাবেক অদ্যাবধিতক বিভিন্ন গোডাউনে কর্মরত রহিয়াছেন এবং যেহেতু অন্যান্য শ্রমিকের ন্যায় প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এর সুবিধা ও বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ও পদোন্নতির সুবিধা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে কেজুয়াল ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, বোনাস ইত্যাদি প্রদান করা হইয়া থাকে এবং উক্ত দ্বিতীয় পক্ষের নির্দেশই তাহার কর্তব্যস্থান বা গোডাউন নির্ধরন করা হয়। কাজেই, ৪৬ ডিএলআর (১৯৯৪), ১৪৩ পৃষ্ঠাতে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, রূপালী ব্যাংক লিঃ এবং অন্যান্য বনাম-চেয়ারম্যান, প্রথম শ্রম আদালত মোকদ্দমাতে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে আমি বর্তমান মোকদ্দমাতেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে নিয়োজিত একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গন্যযোগ্য। ইহা ব্যতিরেকে উপরে বর্ণিত স্বাক্ষ্যাদি প্রমানাদির ভিত্তিতে আমি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে নির্ধারিত কর্তব্য স্থানে একটানা কর্মরত রহিয়াছেন। কাজেই, নিয়োগদানের তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিক ন্যায় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধাদি প্রাপ্তীর আবেদন করিয়া তিনি যে কোন সময় তাহার দাবী উথাপন করিতে পারেন যতক্ষন না পর্যন্ত তাহার দাবী দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক মিটানো না হয়। এতদক্ষেত্রে তামাদি আইনের ২৩ ধারার বিধান অনুসরণে তাহার দাবীর কারন বিদ্যমান থাকিবে বা চলিতে থাকিবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা মিটানো না হয়। কাজেই, সাধারণ তামাদি আইনের দৃষ্টিতেও মোকদ্দমাটি অচল নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। প্রথম পক্ষের দাবী অনুযোগ আকারে তৎকর্তৃক প্রদর্শনী-৪ মূলে ইং ৬-১১-৯৪ তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে প্রেরণ করতঃ ইং ২৭-১১-৯৪ তারিখে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করায় উহা

১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার বিধান মতে তামাদি দোষে দুষনীয় নহে বা আইনগত ভাবে অরক্ষনীয় নহে। কাজেই, সর্বাদিক বিবেচনা ক্রমে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে এবং প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পাইতে হকদার। বিজ্ঞ সদস্যদের সাহত্ব আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহারা ভিন্ন মত পোষণ করিয়া কোন লিখিত মতামত প্রদান করেন নাই। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে,অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে ইং ১০-১০-৮০ তারিখ হইতে একজন স্থায়ী শ্রমিকের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

স্বাঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

অভিযোগ মামলা নং ৯২/৯৫

সুলতান মাহমুদ,
গোডাউন দারোয়ান,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
প্রযত্নে-বাংলাদেশ থাই এ্যালুমিনিয়াম,
কালিয়াকৈর, চন্দ্রা, গাজীপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
হেড অফিস, ৩৪, দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা ১০০০।

(২) ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার,
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড,
লোকাল অফিস, ৩৪, দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা ১০০০—দ্বিতীয় পক্ষগন।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখ : ২৯-৪-৯৮ :

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারন দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ সুলতান আহাম্মদ ও দ্বিতীয় অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ গত ১১-৩-৯৮ ও ২৮-৪-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারনে মামলাটি খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

ফৌজদারী মামলা নং ৭/৯৫

মমতাজ বেগম, কার্ড নং ৪২,
পিতা আবুল কাশেম,
বর্তমান ঠিকানা : ১১০, শান্তিবাগ,
থানা মতিঝিল, ঢাকা — বাদী।

বনাম

(১) জনাব আলমগীর কবির, মহা ব্যবস্থাপক,
হোসাম ড্রেসার লিঃ ২৪/১, চামেলীবাগ,
থানা মতিঝিল, শান্তিবাগ, ঢাকা।

(২) জাহাংগীর, প্রডাকশন ম্যানেজার,
হোসাম ড্রেসেস লিঃ, ২৪/১, চামেলীবাগ,
শান্তিবাগ, থানা মতিঝিল, ঢাকা —আসামীগন।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৯, তারিখ : ২৯-৪-৯৮ :

বাদীনী মমতাজ বেগম ও আসামী নং (১) আলমগীর কবির ও (২) জাহাংগীর অনুপস্থিত। মামলাটি চার্জ শুনানী ও আদেশের জন্য ধার্য আছে। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। আসামীগনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৩৯(খ) (১) ধারা অনুসারে কার্যক্রম গ্রহন করা হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে ১৭-৩-৯৮ ইং তারখের দৈনিক ভোরের ডাক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্ত প্রচার করা হইয়াছে। বাদীনী ২৬-২-৯৮, ১০-৩-৯৮, ৩১-৩-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, বাদীনী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, আসামীগনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারায় অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগন একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ ;

আদেশ

হইল যে, আসামী নং (১) আলমগীর কবির, মহাব্যবস্থাপক, (২) জাহাংগীর, প্রডাকসন ম্যানেজার, হোশাম ড্রেসেস লিঃ কে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হোল। তাহাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত পরওয়ানা রি-কল করা হউক।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

অভিযোগ মামলা নং ২৩/৯৬

আতাউর রহমান, পিতা নুরুল ইসলাম,
সাং মুজাবরনী মুন্সিপাড়া,
থানা ঠাকুরগাঁ, জেলা ঠাকুরগাঁ —প্রথম পক্ষ।

বনাম

১। মহা ব্যবস্থাপক, মুহাম্মদী ষ্টীল ওয়ার্কস লিঃ,
৩৪, বিজয় নগর, থানা মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

২। ম্যানেজার, কারখানা, মুহাম্মদী ষ্টীল ওয়ার্কস লিঃ,
সিমরাইল, থানা ডেমরা, জেলা ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২১, তারিখ : ২৯-৪-৯৮।

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ আতাউর রহমান এবং দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি আদেশের জন্য পেশ করা হইল। প্রথম পক্ষের ১৮-৩-৯৮ ইং তারিখের দাখিলী মামলা খারিজের জন্য দরখাস্ত দেখিলাম এবং উহা বিবেচিত হইল। প্রথম পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক খারিজ করা হইল।
অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং ৪০/৯৬
রাশেদা আক্তার, কার্ড নং ১৪৯,
এস, আই, (১) নীচতলা, রাজারবাগ পুলিশ লাইন
শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭—অভিযোগকারী।

বনাম

জনাব মনিরুজ্জামান চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ওয়েষ্টার্ণ গামেন্টস লিঃ, ২৪, আউটার সারকুলার রোড,
দক্ষিন শাহজাহানপুর, থানা মতিঝিল, ঢাকা—অভিযুক্ত ব্যক্তি।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২১, তারিখ : ১৩-৪-৯৮।

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদীনী রাশেদা আক্তার ও আসামী মনিরুজ্জামান চৌধুরী অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। আসামী অনুপস্থিত থাকায় তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৩৯ (খ) (১) ধারা অনুসারে

দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছে। বাদীনীর দাখিলী মামলা প্রত্যাহার করার দরখাস্ত নথিভুক্ত রাখা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, আসামীকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে আসামী মনিরুজ্জামান চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েষ্টার্ণ গার্মেন্টস লিঃ কে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহার বিরুদ্ধে পরওয়ানা রি-কল করা হউক।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

আই, আর, ও, কেস নং ১০৭/৯৬

আলহাজ এ, এন, এম পিয়ার আহম্মদ ভূইয়া,
পিতা আলহাজ সিরাজুল হক ভূইয়া,
পার্শেল ক্লার্ক, বাংলাদেশ রেলওয়ে—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মিঃ কবির হোসেন, পিতা মৃত মহসিন আলী,
সাব-এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, বাংলাদেশ রেলওয়ে,
রেলওয়ে প্রশাসনিক বিল্ডিং, ঢাকা।

(২) জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে,
পূর্ব জোন, সিবির, বি চট্টগ্রাম।

(৩) রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংবাদেশ সরকার
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০ — দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৬, তারিখ: ২৯-৪-৯৮ :

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ আলহাজ এ, এন, এম, পিয়ার আহাম্মদ ভূইয়া এবং দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি আদেশের জন্য পেশ

করা হইল। প্রথম পক্ষের ৩১-৩-৯৮ ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম এবং উহা বিবেচিত হইল। মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য প্রথম পক্ষকে অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। সদস্যগন একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

ফৌজদারী কেস নং- ৮/১৯৯৬
সুফিয়া, প্রযত্নে-জুম্মান মিয়া,
হাউস নং-২৪, দক্ষিন মুগদা, ঢাকা। দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) জাকিউদ্দিন আহাম্মদ,
চেয়ারম্যান,
ইয়াক গার্মেন্টস লিঃ,
১১ এন্ড ১২ মহাখালী,
ঢাকা-গুলশান থানা।

(২) মোঃ মোশারফ হোসেন,
দি ইয়াক গার্মেন্টস লিঃ,
১৯, বি বি এভিনিউ, ঢাকা।
ফ্যাক্টরীঃ ১২, এন্ড ১৯, মহাখালী,
থানা-গুলশান, ঢাকা। আসামীগন

আদেশের কপি

আদেশ নং-২৩, তারিখঃ ১৩-৪-৯৮।

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদীনী সুফিয়া ও আসামী জাকিউদ্দিন আহম্মদ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। বাদীনী গত- ১০-৩-৯৮ ৩১-৩-৯৮ ইং তারিখে অনুপস্থিত ছিলেন। আসামী অনুপস্থিত থাকায় তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৩৯(খ)(১) ধারা অনুসারে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা

হইয়াছে। নথিদৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে, বাদীনী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। এমতাবস্থায়, আসামীকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে, আসামী আকিউদ্দিন আহাম্মদ, চেয়ারম্যান, দি ইয়াক গার্মেন্টস লিঃ কে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহার বিরুদ্ধে পরওয়ানা রি-কল করা হউক।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

আই, আর, ও, মামলা নং-৯/৯৭

মোঃ গিয়াস উদ্দিন, কার্ড নং ৩১,
বিভাগঃ রিং, পালা-বি, ডায়নামিক টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
স্থায়ী ঠিকানাঃ
গ্রাম ও ডাকঘর-মদিলা,
থানা-ভালুকা, জেলা-ময়মনসিংহ। —প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ডায়নামিক টেক্সটাইল মিলস লিঃ
ইহার পক্ষে-ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
প্রধান কার্যালয়,
বাড়ী নং- সি, ডিব্লিউ, এস ৭৮,
গুলশান মডেল টাউন, সার্কেল-১, ঢাকা-১২১২।

(২) মহাব্যবস্থাপক,
ডায়নামিক টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ধামশুর, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

(৩) উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও শ্রম)
ডায়নামিক টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ধামশুর, ভালুকা, ময়মনসিংহ। —দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৫, তারিখ : ২৯-৪-৯৮

মামলাটি প্রথম পক্ষে কারন দর্শাইবার জন্য ধর্য আছে। প্রথম পক্ষ মোঃ গিয়াসউদ্দিন ও দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ গত ২২-১-৯৮, ৫-৩-৯৮, ২৭-৪-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগন একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরুপ।

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারনে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
অভিযোগ মামলা নং-৬৮/১৯৯৭

মোঃ আল মিজানুর রহমান, পিতা-মোসলেম উদ্দিন
গ্রাম-লতিফপুর , ডাকঘর-টাকিয়া কদমা,
থানা-মির্জাপুর, জেলা-টাংগাইল— প্রথম পক্ষ

বনাম

(১) কর্ণফুলী নিটিং এন্ড ডাইং লিমিটেড,
পক্ষে ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
৬৯/বি, গ্রীন রোড (পাঁচ তলা) পান্থ পথ,
থানা-ধানমন্ডি, ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
কর্ণফুলী নিটিং এন্ড ডাইং লিমিটেড,
খোড়াই শিল্প এলকা, মির্জাপুর, টাংগাইল— দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৬, তারিখ : ২৯-৪-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। প্রথম পক্ষের ২৮-৪-৯৮ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব উইং কমান্ডার এম,এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। আমাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল প্রথম পক্ষের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম এবং উহা বিবেচিত হইল প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুমতি পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩ টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

অভিযোগ মামলা নং-৬৯/১৯৯৭

মোঃ মোতালেব হোসেন, পিতা-মোঃ ফজলুল হক,
গ্রাম-তারাটি চর পাড়া, ডাকঘর -ফকিরগঞ্জ বাজার,
থানা-মুক্তাগাছা, জেলা ময়মনসিংহ— প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) কর্ণফুলী নিটিং এন্ড ডাইং লিমিটেড
পক্ষে ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
৬৯/বি, গ্রীন রোড (পাচ তলা),
পান্থপথ, ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
কর্ণফুলী নিটিং এন্ড ডাইং লিমিটেড,
গোড়াই শিল্প এলাকা, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল— দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৬, তারিখ : ২৯-৪-৯৮

মামলাটি কারন দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার

এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সমক্ষয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগন একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারনে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

অভিযোগ মামলা নং-৭১/১৯৯৭

রনজিৎ কুমার সরকার,
পিতা-জগদীশ চন্দ্র সরকার
গ্রাম- গোড়াই নাজিরপাড়া,
পোঃ- গোড়াই, থানা মির্জাপুর,
জেলা টাংগাইল — প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নিউটেক্স ডাইং এন্ড প্রিন্টিং লিমিটেড,
পক্ষে ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
৬৯/বি, গ্রীন রোড (পাঁচ তলা),
পান্থপথ, ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
নিউটেক্স ডাইং এন্ড প্রিন্টিং লিমিটেড,
গোড়াই শিল্প এলকা,
মির্জাপুর, টাংগাইল— দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৬, তারিখ: ২৯-৪-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষে অনুপস্থিত। প্রথম পক্ষের ২৮-৪-৯৮ ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহরের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য

জনাব হাবিবুর রহমান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম এবং উহা বিবেচিত হইল। প্রথম পক্ষকে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগন একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

অভিযোগ মামলা নং-৭২/১৯৯৭

মোঃ বেলায়েত হোসেন,
পিতা-মীর মোঃ সামাদ
গ্রাম-নাজির পাড়া, ডাকঘর-গোড়াই,
থানা-মির্জাপুর, জেলা-টাংগাইল। প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নিউটেক্স ডাইং এণ্ড প্রিন্টিং লিমিটেড
পক্ষে ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
৬৯/বি, গ্রীন রোড (পাচ তলা)
পান্থপথ, ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
নিউটেক্স ডাইং এণ্ড প্রিন্টিং লিমিটেড
গোড়াই শিল্প এলাকা, মির্জাপুর,
টাংগাইল। দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৬, তারিখ : ২৯-৪-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। প্রথম পক্ষের ২৮-৪-৯৮ ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব লেঃ কমাণ্ডার এম এ আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম এবং উহা বিবেচিত হইল।

প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে,প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

অভিযোগ মামলা নং-৭৪/১৯৯৭

মোঃ আতাউর রহমান দেওয়ান,
পিতা-মৃত আমির দেওয়ান,
গ্রাম-হলিদ্রাচালা, ডাকঘর-গোড়াই,
থানা-মির্জাপুর, জেলা-টাংগাইল।—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নিউটেক্স ডাইং এণ্ড প্রিন্টিং লিমিটেড
পক্ষে ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
৬৯/বি, গ্রীন রোড (পাঁচ তলা)
পান্থপথ, ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
নিউটেক্স ডাইং এণ্ড প্রিন্টিং লিমিটেড,
গোড়াই শিল্প এলাকা, মির্জাপুর, টাংগাইল।—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৬ তারিখ: ২৯-৪-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। প্রথম পক্ষের ২৮-৪-৯৮ ইং তারিখেরর দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন পেশ করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব উইং কমাণ্ডার এম, এ আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম এবং উহা বিবেচনা হইল। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

অভিযোগ মামলা নং ৭৫/৯৭

মোঃ নজরুল ইসলাম,
পিতা-মোঃ রাইস উদ্দিন
গ্রাম-নয়াপাড়া, ডাকঘর-গোড়াই,
থানা-মির্জাপুর, জেলা-টাংগাইল — প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নিউটেক্স প্যাকেজিং ইণ্ডাষ্ট্রী লিমিটেড,
পক্ষে ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
৬৯/বি, গ্রীন রোড (পাঁচ তলা),
পান্থপথ, ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
নিউটেক্স প্যাকেজিং ইণ্ডাষ্ট্রি, লিমিটেড
গোড়াই শিল্প এলাকা,
মির্জাপুর, টাংগাইল।—দ্বিতীয় পক্ষ

আদেশের কপি

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। প্রথম পক্ষের ২৮-৪-৯৮ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেষ করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খাঁন (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল প্রথম পক্ষের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম এবং উহা বিবেচিত হইল। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

অভিযোগ মামলা নং ৭৬/১৯৯৭

শ্রী রনজিৎ সরকার, পিতা-শ্রী গনেশ সরকার
গ্রাম-বাইমাল, ডাকঘর-দেওহাটা,
থানা-মির্জাপুর, জেলা-টাংগাইল—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নিউটেক্স প্যাকেজিং ইণ্ডাষ্ট্রি লিমিটেড,
ইহার পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
৬৯/বি, গ্রীন রোড (পাঁচ তলা),
পান্থপথ, ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
নিউটেক্স প্যাকেজিং ইণ্ডাষ্ট্রি লিমিটেড,
গোড়াই শিল্প এলাকা, মির্জাপুর, টাংগাইল—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং৬, তারিখ : ২৯-৪-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। প্রথম পক্ষের ৮-৪-৯৮ ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের জনাব উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম এবং উহা বিবেচিত হইল। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগন একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্য্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত।

অভিযোগ মামলা নং-৭৭/১৯৯৭

মোঃ আবদুস ছালাম, পিতা-নিয়ত আলী,
গ্রাম-বেত্রাষিন, ডাকঘর-গোহাইল বাড়ী,
থানা-মির্জাপুর, জেলা-টাংগাইল—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) নিউটেক্স প্যাকেজিং ইণ্ডাষ্ট্রি লিমিটেড,
পক্ষে ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
৬৯/বি, গ্রীন রোড, (পাঁচ তলা),
ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
নিউটেক্স প্যাকেজিং ইণ্ডাষ্ট্রি লিমিটেড,
গোড়াই শিল্প এলাকা, মির্জাপুর, টাংগাইল—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। প্রথম পক্ষের ২৮-৪-৯৮ ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলা মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম এবং উহা বিবেচিত হইল। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

অভিযোগ মামলা নং-৭৮/১৯৯৭

মোঃ মাসুদ রানা, পিতা মোঃ আব্দুল,
গ্রাম সোহাগপাড়া, ডাকঘর গোড়াই,
থানা মির্জাপুর, জেলা টাংগাইল—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(ক) নিউটেক্স প্যাকিং ইণ্ডাষ্ট্রি লিমিটেড
পক্ষে ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
৬৯/বি, গ্রীন রোড (পাঁচ তলা),
পান্থপথ, ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
নিউটেক্স প্যাকেজিং ইণ্ডাষ্ট্রি লিমিটেড,
গোড়াই শিল্প এলাকা, মির্জাপুর,
টাংগাইল—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৬, তারিখ : ২৯-৪-৯৮।

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। প্রথম পক্ষের ২৮-৪-৯৮ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম এবং উহা বিবেচিত হইল। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

ভৌজদারী মামলা নং-২৭/৯৭

মোঃ আবদুল হাকিম,
পিতামৃত খলিল মিয়া,
গ্রাম লক্ষণ খোলা, পোঃ লক্ষণ খোলা,
থানা বন্দর নারায়ণগঞ্জ—বাদী।

বনাম

১। সামসুল আলামিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
সামসুল আলামিন কটন মিলস লিঃ,
৭৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
দ্বিতীয় ফ্লোর, মতিঝিল, ঢাকা।

২। শহীদুল ইসলাম,
মহাব্যবস্থাপক,
সামসুল আলামিন কটন মিলস লিঃ, ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ, থানা বন্দর।

৩। সৈয়দ আলমগীর চৌধুরী,
ঊর্ধ্বতন শ্রম কর্মকর্তা,
সামসুল আলামিন কটন মিলস লিঃ,
নারায়ণগঞ্জ, থানা বন্দর—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৫, তারিখ : ২৯-৪-৯৮।

মামলাটি চার্জ শুনানী ও আদেশের জন্য ধার্য আছে। বাদী মোঃ আবদুল হামিক এবং জামিনপ্রাপ্ত আসামী নং (২) শহীদুল ইসলাম ও (৩) সৈয়দ আলমগীর চৌধুরী অনুপস্থিত। আসামী নং (১) সামসুল আলামিন অনুপস্থিত। তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৩৯ (খ)(১) ধারা অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমাণ্ডার এম, এ আজিজ খান (অবঃ) ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। বাদীর ২৭-১০-৯৭ইং তারিখের দাখিলী মামলা খারিজ করিবার জন্য দরখাস্ত নথিভুক্ত রাখা হইয়াছে। আসামী নং (১) সামসুল আলামিনের বিরুদ্ধে দৈনিক ভোরের ডাক পত্রিকায় ১৭-৩-৯৮ইং তারিখ প্রচার করা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, আসামী গণকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, আসামী নং (১) সামসুল আলামিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, (২) শহীদুল ইসলাম মহাব্যবস্থাপক, ও (৩) সৈয়দ আলমগীর চৌধুরী, ঊর্ধ্বতন শ্রম কর্মকর্তা, সামসুল আলামিন কটন মিলস লিঃ কে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। আসামী নং (১) শহীদুল ইসলাম ও (৩) সৈয়দ আলমগীর চৌধুরীকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল। আসামী নং (১) সামসুল আলামিনের বিরুদ্ধে পরওয়ানা রি-কল করা হউক।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

অভিযোগ মোঃ নং ৪৭/৯৭

মোঃ এরশাদুল ইসলাম, পিতা মোঃ রফিক উদ্দিন মণ্ডল,
বর্তমান জেনারেল ষ্টোর, ইসলামপুর মেডিক্যাল গেট,
ডাকঃ ধামরাই, থানা ধামরাই, জেলা ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

১। মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
পক্ষে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
৯, ওয়ারী ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা ১২০৩।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
৯, ওয়ারী ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা।

৩। মহাব্যবস্থাপক, মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
৯, ওয়ারী ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা।

৪। উপ-মহাব্যবস্থাপক, মুন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
৯, ওয়ারী ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১০, তারিখ : ২৯-৪-৯৮।

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ মোঃ এরশাদুল ইসলাম ও দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব উইং কমাণ্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি আদেশের জন্য পেশ করা হইল। প্রথম পক্ষের ২০-৪-৯৮ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম এবং উহা বিবেচিত হইল। মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য প্রথম পক্ষকে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং ৬৫/৯৭

মালা, প্রযত্নে বাবুল মিয়া,
বাসা ১০, বাড়ী ১০৮,
গুলশান, ঢাকা-১২১২—দরখাস্তকারী।

বনাম

জনাব দেলোয়ার হোসেন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ঢাকা কন্টিনেন্টাল গার্মেন্টস লিঃ,
৩৮৪, পূর্ব রামপুরা,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৯, তারিখ : ২৬-৪-৯৮।

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদীনী মালা এবং জামিনপ্রাপ্ত আসামী দেলোয়ার হোসেন অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। বাদীনী কর্তৃক দাখিলী ১৯-৩-৯৮ইং তারিখের মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত নথিভুক্ত রাখা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, আসামীকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, জামিনপ্রাপ্ত আসামী দেলোয়ার হোসেনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারায় আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

অভিযোগ মামলা নং ৭০/৯৭

মোঃ হুমায়ুন কবির (মহির)
পিতা মোঃ হাতেম আলী,
গ্রাম ও ডাকঘর দড়িহাতিল
থানা মধুপুর, জেলা টাংগাই—প্রথম পক্ষ।

বনাম

১। কর্ণফুলী নিটিং এণ্ড ডাইং লিমিটেড
পক্ষে ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
৬৯/সি, গ্রীন রোড (পাঁচতলা),
পান্থপথ, ঢাকা।

২। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
কর্ণফুলী নিটিং এণ্ড ডাইং লিমিটেড
গোড়াই শিল্প এলাকা, মির্যাপুর,
টাংগাইল—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৭, তারিখ : ২৯-৪-৯৮।

মামলাটি কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব উইং কমাণ্ডার এম, এ আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

অভিযোগ মামলা নং:-৭৩/৯৭

মো: ফারুক মিয়া, পিতা-মো: শামছুল আলম,
গ্রাম- চিতেশরী, ডাকঘর- চিতেশ্বরী,
থানা- মির্জাপুর, জেলা- টাংগাইল। প্রথম পক্ষ—

বনাম

(১) নিউটেক্স প্যাকেজিং ইনডাষ্ট্রিজ লি:,
পক্ষে ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
৬৯/বি, গ্রীন রোড (পাচ তলা),
পান্থপথ, ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
নিউটেক্স প্যাকেজিং ইনডাষ্ট্রিজ লি:,
গোড়াই শিল্প এলাকা, মির্জাপুর, টাংগাইল—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং:- ৬ তারিখ: ২৯-৪-৯৮

মামলাটি কারন দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগন একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারনে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরন করা হউক

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

ফৌজদারী মামলা নং- ৫৫/৯৭

কাশেম আহমদ, পিতা মৃত-মুফাজ্জর আহমদ,
১০০৫/৩ সি, ডি, এভিনিউ, পূর্ব মাসি রাবার চট্টগ্রাম—বাদী।

বনাম

(১) চৌধুরী গোলামুর রহমান,
সম্পাদক, দৈনিক বাংলা,
১, রাজউক এভিনিউ,
থানা- মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(২) নন্দন কুমার বনিক, চীফ একাউন্টেন্ট,
দৈনিক বাংলা, ১, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল,
ঢাকা- ১০০০। আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং- ৯, তারিখ: ১৩-৪-৯৮

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী কাসেম মাহমুদ ও আসামী নং-(১) চৌধুরী গোলামুর রহমান, ও (২) নন্দন কুমার বনিক অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। নথি দেখিলাম। আসামীগন অনুপস্থিত থাকায় তাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৩৯ (খ) (১) ধারা অনুসারে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছে। বাদীর দাখিলী মামলা প্রত্যাহার করার দরখাস্ত নথিভুক্ত রাখা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, আসামীগণকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৪ ধারার আওতায় অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে, আসামী নং (১) চৌধুরী গোলামুর রহমান, সম্পাদক, (২) নন্দন কুমার বনিক, চীফ একাউন্টেন্ট, দৈনিক বাংলা, ১, রাজউজ এভিনিউ, ঢাকাকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদের বিরুদ্ধে পরওয়ানা রি-কল করা হউক।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক

মো: আ: রাজ্জাক
চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
আই, আর, ও, মোঃ নং- ২৫৫/৯৫

মোঃ নায়েব আলী,
পিতা-মোঃ কিয়াম উদ্দিন খান,
গ্রাম- বোয়াইলমাড়ী, পোঃ- সাথিয়া,
থানা- সাথিয়া, জেলা- পাবনা।
বর্তমান ঠিকানা-
রুপালী ব্যাংক লিঃ,
সাথিয়া শাখা, জেলা- পাবনা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) রুপালী ব্যাংক লিঃ,
৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
এর প্রতিনিধিত্বে- ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(২) মহাব্যবস্থাপক, প্রশাসন,
রুপালী ব্যাংক লিঃ,
৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক,
কর্মচারী বিভাগ,
পলিসি ডিপার্টমেন্ট
রুপালী ব্যাংক লিঃ, ঢাকা।

(৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক,
রুপালী ব্যাংক লিঃ,
আঞ্চলিক কার্যালয়, পাবনা।

(৫) ব্যবস্থাপক,
রুপালী ব্যাংক লিঃ,
সাথিয়া শাখা, সাথিয়া,
পাবনা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত:- জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রাজজ), চেয়ারম্যান।
জনাব রশিদ আহম্মদ, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।
রায়ের তারিখ:- ১৯-০৫-১৯৯৮

রায়

১৯৮৫ সন হইতে ১৯৯২ সনের জুন পর্যন্ত বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি এবং ১৯৯২ সন হইতে প্রদত্ত দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের ১৯৯১ সনের স্বীয় বেতন স্কেলে প্রথম পক্ষের বেতন

ধার্য্য করণ ও পরবর্তীতে প্রতি বৎসর এর জন্য বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধিসহ সকল প্রকার বকেয়া বেতন ভাতাদি পরিশোধের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষগণের উপর নির্দেশ দানের প্রার্থনায় প্রথম পক্ষ মোঃ নায়েব আলী কর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে মূল বেতনক্রম ২২৫-৬-৩১৫ টাকা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও ভাতাদি সহ পিয়ন পদে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিয়োগকৃত হইয়া ইং ৫-৭-৭৯ তারিখে কার্য্যে যোগদান করেন। তিনি সকল উর্দ্ধতনঃ কর্মকর্তার সন্তুষ্টির মাধ্যমে অদ্যাবধি চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। ১৯৮৭ সনে বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স সার্থক ভাবে সমাপন করিলে তাহাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সনে কাজের নিষ্ঠার দরুণ তিনি বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হন। ১৯৮৫ সনে নূতন বেতন ক্রম জারী হইলে তাহার পদ মর্যাদার বেতন ক্রম ২২৫—৩১৫ টাকা এর স্থলে ৫০০—৮৬০টাকায় উন্নীত করা হয় এবং তৎ অনুসারে ১৯৮৫ সনের আগষ্ট মাস হইতে তাহার সর্বমোট বেতন ধার্য হয় ১০৯০ টাকা। ইহার পর হইতে তাহার আর কোন বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি প্রদান করা হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানে ৬-১-৯২ইং তারিখের স্মারক মূলে উক্ত দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের ১৯৯১ সনের নিজস্ব বেতন স্কেলে তাহার পদের বেতন স্কেল ৫০০-৮৬০ বেতন ক্রম হইতে ৯০০-১৫৩০ টাকার বেতন ক্রমে উন্নীত করা হয়। কিন্তু তাহাকে উক্ত ৯০০-১৫৩০ টাকার বেতন স্কেলের সুবিধাদি প্রদান করা হয় নাই। যদিও দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহাকে তাহার শিশু সন্তানদ্বয়কে নিয়মিত ভাতা প্রদান এবং ১৯৮০ সনের জানুয়ারী মাস হইতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রদা করা হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহাকে ঋণ গ্রহনের সুবিধাও প্রদান করা হইতেছে। একই শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে পরবর্তী নিয়োগপ্রাপ্ত পদধারীকে কোন প্রকার যৌক্তিক কারন ছাড়াই তাহার চেয়ে বেশী বেতন এবং পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে পক্ষান্তরে, তিনি ১৯৮৫ সনের পর হইতে সকল প্রকার বেতন বৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। এমতাবস্থায় ১৯৮৫ সন হইতে ১৯৯২ সনের জুন মাস পযন্ত প্রাপ্য বাৎসরিক বর্দ্ধিত বেতন এবং ১৯৯২ সনের ১লা জুলাই হইতে দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বেতন ক্রমে তাহার বেতন এবং পরবর্তীতে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির সুবিধা প্রদান করার নিমিত্ত প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইং ১১-১০-৯২ তারিখে আবেদন করা হইলে উহা ৫নং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ২নং ২য় পক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি দ্বিতীয় পক্ষগণ কর্তৃক তাহাকে তাহার প্রাপ্য অধিকার প্রদান না করায় তিনি অত্র মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে ২নং দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষরে একটি লিখিত জবাব দাখিলক্রমে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করতঃ এই মর্মে আপত্তি উথাপন করা হইয়াছে যে, অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না। প্রথম পক্ষ তাহার আইনগত কোন অধিকার কার্যকর করিবার জন্য অত্র মোকদ্দমাটি দায়ের করেন নাই। সুতরাং তাহার মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজযোগ্য। ইহা ব্যতিরেকে তাহার মোকদ্দমা এষ্টোপ্যাল, ওয়েভার ও একইসঙ্গে নীতিতে বারিত।

দ্বিতীয় পক্ষ রূপালী ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, প্রথম পক্ষকে ইং ১-৭-৭৯ তারিখের স্মারক মূলে ২০ নম্বর জাতীয় বেতন স্কেল মোতাবেক ২২৫ টাকা মূল বেতনে এবং ১১০ টাকা বাসা ভাড়া ভাতাসহ মোট ৩৩৫ টাকাতে এডহক ভিত্তিতে কতিপয় শর্তে নিয়োগ করা হয় এবং ইং ৫-৭-৭৯ তারিখ ব্যাংকের সাথিয়া শাখার পিয়ন হিসাবে কাজে যোগদান করা নিয়োগ পত্রের শর্তানুযায়ী তিনি অস্থায়ীভাবে অদ্যাবধি কাজ করিয়া আসিতেছেন। ইং ১৫-৫-৮৫ তারিখের পত্র মারফত ২২০-৬-৩১৫ টাকার বেতন স্কেল তাহার মূল বেতন ২৭৯ টাকা হইতে ৬ টাকা বৃদ্ধি করতঃ ২৮৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ের ইং ১৭-৮-৮৫ তারিখে ইস্তেহার মোতাবেক ১৯৮৫ সনে সংশোধিত ৫০০-২০-৮৬০ টাকা বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক মূল বেতন ৫০০ টাকাসহ অন্যান্য ভাতাদি প্রদান করা হইয়াছে এবং তিনি এ যাবত আইনানুযায়ী পাইয়া এবং তাহা মানিয়া নিয়া যথারীতি কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাহার অতীত চাকুরীর রেকর্ড অত্যন্ত খারাপ। ফলতঃ বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি প্রদান করা হয় নাই। কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের উপর ভিত্তি করিয়া বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের একান্ত এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। ইহা কোন আইনগত অধিকারের আওতায় পড়ে না। তাহার চাকুরীতে নিয়োগ সম্পূর্ণ এডহক ভিত্তিক এবং তাহার নিয়োগ পত্রের শর্তানুযায়ী তাহার চাকুরী ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থায়ী হওয়া সাপেক্ষে তিনি চাকুরীতে নিয়োজিত হন। এবং উক্ত শর্ত মানিয়া নিয়া তিনি চাকুরীতে যোগদান করিয়া অদ্যাবধি উক্ত বেতনে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন তাহার চাকুরী অদ্যাবধি কনফার্ম হয় নাই। ব্যাংকের নিয়মিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন স্কেল তাহার ক্ষেত্রে আইনতঃ প্রযোজ্য নহে। প্রথম পক্ষের বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি দাবী করিবার কোন আইনগত অধিকার নাই এবং তাহার কোন বকেয়া পাওনা নাই। এমতাবস্থায়, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচা-সহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) অত্র মোকদ্দমা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষনীয় কিনা?

(২) প্রথম পক্ষ ১৯৮৫ সনের বেতনক্রমে ১৯৯২ সনের জুন পর্যন্ত বাৎসরিক বর্দ্ধিত বেতন বৃদ্ধির বকেয়া এবং ১৯৯২ সনের ১লা জুলাই হইতে ১নং ২য় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বেতনক্রম ১৯৯১তে তাহার বেতন ধার্যকরণ ও বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির অধিকার বলবত করিতে হকদার রহিয়াছেন কিনা?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় নম্বর ১ ও ২:

সংক্ষিপ্তকরণ এবং পর্যালোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয় একত্রে গৃহীত হইল। প্রথম পক্ষ তাহার দাবীর সমর্থনে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং

দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহাকে জেরা করা হইয়াছে। তাহার দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে-প্রদর্শনী-১ হইতে ১০ পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে সাথিয়া শাখার ব্যবস্থাপক জনাব সুরত জামান ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে জবানবন্দি দিয়াছেন এবং প্রথম পক্ষ কর্তৃক তাহাকে জেরা করা হইয়াছে। তাহার দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শনী-ক হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। প্রদর্শনী-১ বা প্রদর্শনী-ক প্রথম পক্ষের নিয়োগ পত্র। পক্ষগণের মৌখিক স্বাক্ষ্যাদি ও নিয়োগ পত্রের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ তৎকালীন রূপালী ব্যাংকের অধীনে জাতীয় বেতন স্কেলে ২০তম গ্রেডে টাকা ২২৫-৬-৩১৫-তে কতিপয় শর্তে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া ইং ৫-৭-৭৯ তারিখে পিয়ন পদে যোগদান করেন। উক্ত নিয়োগ পত্রের অপরাপর শর্তের মধ্যে তিনি ৬ মাস শিক্ষানবীশ থাকিবেন এবং শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হইলে ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টর হইতে অনুমোদন আনয়নক্রমে তাহাকে তাহার পদে স্থায়ী করা হইবে। ইহা ব্যতিরেকে তিনি ব্যাংকের প্রচলিত বিধি বিধান এবং ভবিষ্যতে পরিবর্তিত, সংশোধিত, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিধি বিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

ইহা ডি, ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দি ও জেরার স্বাক্ষ্য মতে স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ নিয়োগকাল হইতে অদ্যাবধি অর্থাৎ প্রায় ১৮ বৎসর ১০ মাস যাবত পিয়ন পদে কর্মরত রহিয়াছেন। এই কর্মকালীন সময়ের মধ্যে প্রদর্শনী-২ মতে তিনি ইং ২৩-৪-১৯৮৭ তারিখে অধঃস্তন কর্মচারীগণের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্যে ওয়ার্কসপে যোগদান করিয়া সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রদর্শনী-৩ মতে সঞ্চয় সংগ্রহ অভিযানে কৃতিত্বের নিমিত্ত ইং ৬-৭-৮৮ তারিখে ১৫০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা ব্যতিরেকে প্রদর্শনী-৮ মতে তাহাকে ইং ৩০-১০-৯৫ তারিখের পত্র মোতাবেক ১৯৯৫ ইং সনে এম, এল, এস, এস গণ্যে তাহার সন্তানদের জন্য শিশু শিক্ষা ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছে। অপরদিকে প্রদর্শনী-৯ মতে তাহাকে যে দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক কর্তৃক প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল এবং অদ্যাবধি যে তিনি উক্ত সুবিধা ভোগ করেন তাহা পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাহাছাড়া প্রদর্শনী-১১ সিরিজ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে এম, এল, এস, এস গণ্যে দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ সুবিধাতেও অনুমোদন করা হইয়াছে।

উপরোক্ত অবস্থাধীনে প্রথম পক্ষ পি, ডব্লিউ-১ এর জেরার সাক্ষ্য মতে তিনি যখন দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রাপ্ত হন তখন উহা জাতীয়কৃত ব্যাংক ছিল এবং ১৯৮৮ সনের ডিসেম্বর মাসে উক্ত দ্বিতীয় পক্ষ রূপালী ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয় করণ হয়। আমরা দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক দাখিলী ১৯৮১ সনে রূপালী ব্যাংক কর্মচারী চাকুরী প্রবিধান মালা এবং ১৯৮৬ সনের ১৪ ডিসেম্বর তারিখে সরকার ও দ্বিতীয় পক্ষ রূপালী ব্যাংক লিঃ এর মধ্যে সম্পাদিত বিরাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কিত চুক্তিনামার ফটোকপি প্রত্যক্ষ করিলাম। ১৯৮১ সনে উপরে বর্ণিত প্রবিধানমালার ২(এইচ) বিধিতে এমপ্লয়ি বা কর্মচারী

সংজ্ঞা বলিতে অস্থায়ী অথবা স্থায়ী এবং একজন কর্মকর্তাকেও বুঝানো হইয়াছে। উক্ত প্রবিধান মালার সিডিউল-১তে পিয়নের পদের বিষয় উল্লেখ থাকিলেও এডহক ভিত্তিক নিয়োগ বা এডহক পিয়নের কোন পদের উল্লেখ নাই।

প্রথমতঃ যেহেতু প্রথম পক্ষ প্রবিধান মালা জারীর পূর্বের কাল হইতেই কর্মরত রহিয়াছেন। কাজেই, তাহার নিয়োগ সম্পর্কিত প্রশ্নে উক্ত প্রবিধান মালা কার্যকর নহে। কিন্তু এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রথম পক্ষ কিভাবে নিয়মিত বা স্থায়ীকরণকৃত হইবেন সে বিষয়ে কোন বিধি বিধান উক্ত প্রবিধান মালাতে সংকলিত করা হয় নাই। অপরদিকে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২(২৮) ধারাতে বর্ণিত সংজ্ঞা মতে প্রথম পক্ষ একজন শ্রমিক এবং ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৩ ধারাশতাংশে বর্ণিত বিধানাবলী ও ১৯৮১ সনের প্রবিধান মালা প্রথম পক্ষের চাকুরীর শর্তাদি অনুকূলে বিদ্যমান বিধায় তাহা কনফারমেশন বা স্থায়ীকরণের সংশ্লিষ্টে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধানাবলী অনুসরণযোগ্য। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় পক্ষগণ ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণ কালের চুক্তি মোতাবেক রাষ্ট্রীয়করণকৃত রূপালী ব্যাংকের ১৯৮১ সনের প্রবিধান মালাতে কর্মরত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মর্মে অংগীকারাবদ্ধ। চাকুরীতে স্থায়ীকরণ প্রসংগে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৪(২) ধারার বিধানাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন শ্রমিক বিধায় তাহার শিক্ষানবীশকাল ছিল ৩ মাস এবং কর্তৃপক্ষ এই প্রশিক্ষণকাল আরও ৩ মাস অধিককাল বর্দ্ধিত করিতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রদর্শনী-১ বা প্রদর্শনী-ক মতে তাহার প্রশিক্ষণকাল ৬ মাসের জন্য ধার্য করা হইয়াছে। এই প্রশিক্ষণকাল শেষে প্রথম পক্ষকে চাকুরীতে রাখা বা অপসারন করার বিষয়টি ছিল দ্বিতীয় পক্ষের ইচ্ছাধীন বিষয়। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের তৎকালীন কর্মকর্তা কর্তৃক সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় নাই। পক্ষান্তরে, প্রথম পক্ষ ১৯৮৫ সনের আগষ্ট মাস হইতে তাহার বেতন বৃদ্ধির সুবিধা ব্যতিরেকে ব্যাংকের অন্যান্য কর্মচারীর ন্যায় প্রায় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিক্রমে তিনি অদ্যাবধি কর্মরত রহিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ প্রদর্শনী-১ বা প্রদর্শনী-কতে প্রথম পক্ষের চাকুরী স্থায়ীকরণ প্রসংগে বোর্ডের অনুমোদন আনয়ন সম্পর্কে যে (প্রদর্শনী-১ বা প্রদর্শনী-ক) শর্ত রহিয়াছে তৎসম্পর্কে ইহা ব্যক্ত করা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষের শিক্ষানবীশকাল সমাপনান্তে বোর্ড অব ডাইরেক্টর'স হইতে অনুমোদন আনয়ন করার বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ দাপ্তরিক কারণ ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধানাবলীতে এই ধরনের কোন শর্তকে সমর্থন করে না।

প্রসংগতঃ পুনরায় ইহা উল্লেখ করিতে হইতেছে যে, ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধানাবলী বা দ্বিতীয় পক্ষের ১৯৮১ সনের প্রবিধান মালাতে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ বা তাহার চাকুরীর স্থায়ীকরণ বিষয় কোন বিধি বিধান নাই।

বাস্তবসত্য যে, প্রথম পক্ষ ইং ৫-৭-৭৯ তারিখে পিয়ন পদে নিয়োগকৃত হইয়া সর্বোচ্চ শিক্ষানবীশী ৬ মাসকাল সমাপনান্তে অদ্যাবধিও একই পদে কর্মরত রহিয়াছে। BBR. GAHIYE and N. MALHOTRA কর্তৃক প্রকাশিত Employment Its Terms and conditions In Pubilc and Private Sectors নামক পুস্তকের ১৯৮১ সনের পুনসংস্করনের ৫৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত. Bansi Lal Sharm.V-State of H.P., 1974 SLC47(SC) and Narendra Bahadur. V-Public Service Commission, U.P., 1971 SLR414 (AIIHC) কেসে গৃহীত অনুসিদ্ধান্তে যে নিরূপণ রহিয়াছে তাহা ক্রমিকানুসারে নিম্নে উল্লেখিত হইল"

"When appointment was made to a substantive vacancy for an unspecified period and the employee remained there for five years contrary to rules then the appointment was not on ad hoc basis.:

দ্বিতীয় কেসে গৃহীত অনুসিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

"An appointment can be said to be on ad hoc basis only when it is known at the time of the appointment that it is for a spacified period or a temporary post being created for a spacified period or an officiating or temporary appointment being made in a leave vacancy period or an officer going on deputation or for some similar reasons. where a person appointed to the post. whether permanent or temporary, has the expectation to remain in service for an unspecified period, his appointment cannot be said to be on adhoc basis."

আলোচ্য কেসে প্রথম পক্ষের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি অনুসিদ্ধান্ত দুইটি নির্দিধায় গ্রহণ করা যায়। সকল প্রকার স্বাক্ষ্যাদি ও আইনগত দিক বিবেচনাক্রমে আমার নিকট ইহাই প্রতিয়মান হইতেছে যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের তৎকালীন কর্তৃপক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক বা তিনি তদাধীনে পিয়ন পদে স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে গন্যযোগ্য রহিয়াছে।

এক্ষনে, প্রথম পক্ষের বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির প্রশ্নে ইহা ব্যক্ত করা যায় যে, স্বীকৃত-মতে তিনি নিয়োগকালে তৎকালীন বেতন স্কেলে ২০তম গ্রেড ভুক্তে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ইহাও স্বীকৃত যে, ১৯৮৫ সনের সংশোধিত বেতন স্কেলের টাকা ২২৫—৩১৫ স্কেলের পরিবর্তে টাকা ৫০০—৮৬০ স্কেলে রূপান্তরিত করা হয় এবং প্রথম পক্ষের বেতন

শেষোক্ত স্কেলে প্রারম্ভিক বেতন ৫০০ টাকাতে নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর প্রথম পক্ষকে আর ১৯৮৫ সনের স্কেলে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির সুবিধা প্রদান করা হয় নাই। উল্লেখ্য যে, একটি রাষ্ট্রীয়কৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারীর বেতন ভাতাদি, ছুটি, শৃঙ্খলা, চাকুরী হইতে অপসারণ ইত্যাদি বিষয়াদি আইন সাপেক্ষ বিষয়। শৃঙ্খলাজনিত কারণ ব্যতিরেকে কোন কর্মচারীর বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির বন্ধ রাখা যায় এমন কোন বিধানাবলী ১৯৮১ সনের ব্যাংক প্ররিধান মালাতে সংকলিত নাই। স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ তৎকালীন দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত ছিলেন এবং তাহার বিরুদ্ধে কোন শৃখলাজনিত অভিযোগ বিদ্যমান ছিল এইরূপ কোন স্বাক্ষ্য প্রমান দি না থাকায় ইহাই প্রতিয়মান হইতেছে যে, তিনি ১৯৮৫ সনের বর্ণিত স্কেলে বাৎসরিক বেতন পাইত আইনতঃ অধিকারী রহিয়াছেন।

প্রসংগত আরও উল্লেখ্য যে, ১৯৮৬ সনে বিরাষ্ট্রীকরণ চুক্তির আলোকে দ্বিতীয় পক্ষ রুপালী ব্যাংকের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষের কর্মচারী তথা পিয়ন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বেতন স্কেল, ১৯৯১ (যাহা প্রদর্শনী-৬) মোতাবেক ৯০০—৩৫—১৫৩০ টাকার স্কেলে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধিসহ উক্ত স্কেলে তাহার বেতন নির্ধারনের আইনগত অধিকার রহিয়াছে। প্রদর্শনী-৭ এর আলোকে দেখা যায় যে, তাহার উক্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলে উহা ইং ১১-১০-৯২ তারিখে ২নং ২য়ঃ পক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। এমতাবস্থায়, ইহাই প্রতিয়মান হইতেছে যে, প্রথম পক্ষ তাহার প্রাপ্য অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সবিনয়-ভাবে আবেদন রাখিয়াছেন। কিন্তু তাহার অধিকার বাস্তবায়ন না করায় তিনি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় মোকদ্দমা আনয়ন করিতে আইনতঃ সক্ষম রহিয়াছেন মর্মে আমার নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহারা দ্বিমত পোশন করিয়া কোন লিখিত বক্তব্য দেন নাই। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে নিঃখরচায় মঞ্জুর হইল। প্রথম পক্ষ-কে ১৯৮৫ সনের বেতনক্রমে, ১৯৯২ সনের জুন পর্যন্ত বাৎসরিক বর্দ্ধিত বেতন বৃদ্ধির বকেয়া এবং ১৯৯২ সনের ১লা জুলাই হইতে ১নং ২য়ঃ পক্ষের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বেতন স্কেল, ১৯৯১তে, সংশ্লিষ্ট ৯০০—৩৫—১৫৩০=টাকার স্কেলে বেতন ধার্য করতঃ বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির বকেয়া বেতন অদ্য ,হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রদানের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষগণকে এতদ্বারা নির্দেশ প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

অভিযোগ মামলা নং ৮৪/৯৫

মো: নবী হোসেন, গুদাম প্রহরী (পিয়ন)
রুপালী ব্যাংক লি:, স্থানীয় কার্যালয়
৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
যোগাযোগের ঠিকানা :
৭২, দক্ষিণ মানিকনগর,
ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) উপ-মহাব্যবস্থাপক,
রুপালী ব্যাংক লি:,
লোকাল অফিস,
৩৪, দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা প্রথম পক্ষ

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রুপালী ব্যাংক লি:,
প্রধান কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২১ তারিখ ১০-৫-৯৮

মামলাটি প্রথম ফের কারন দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আলী আফজাল ফারুক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ গত ২৬-১-৯৮, ১৮-৩-৯৮ ও ৬-৫-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে- মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারনে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৬৩/৯৫

মোঃ নুরুল আমিন,
লাইনম্যান, গার্ড-এ,
রায়পুর বিদ্যুৎ সরবরাহ (চট্টগ্রাম জোনএর অধীনস্থ)
কুমিল্লা, বাংলাদেশ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান,
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,
ওয়াপদা বিল্ডিং,
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(২) চীফ ইঞ্জিনিয়ার,
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,
চট্টগ্রাম জোন, বিদ্যুৎ ভবন,
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৩৬, তারিখ ২৮-৫-৯৮

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আলী আফজাল ফারুক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম এবং নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর করেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

অভিযোগ মামলা নং ৮৮/৯৫

মোঃ হাফিজ উদ্দিন, গুদাম রক্ষক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ ৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
প্রযত্নে-মেসার্স মুন্সী হযরত আলী এণ্ড কোং
৫নং এন, এস রায় রোড, টান বাজার, নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) উপ-মহাব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ লোকাল অফিস,
৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
প্রধান কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০ তারিখ ১৯-৫-৯৮

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারন দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজির। দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম প্রথম পক্ষ গত ২৫-৩-৯৮ ও ১২-৫-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিত জনিত কারনে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

অভিযোগ মামলা নং ৭৭/১৯৯৫

মোঃ শাহজাহান খাঁন, গুদাম প্রহরী,
রুপালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়,
যোগাযোগের ঠিকানাঃ-৬২/১, আগামাসি লেন, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) উপ-মহাব্যবস্থাপক,
রুপালী ব্যাংক লিঃ,
লোকাল অফিস,
৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রুপালী ব্যাংক লিঃ,
প্রধান কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগন।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৩ তারিখ ১৯-৫-৯৮

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারন দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ গত ২৫-৩-৯৮ ও ১২-৫-৯৮ তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগন একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারনে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
আই, আর, ও, মামলা নং ২৫/১৯৯৫

মোঃ হাফিজ উদ্দিন, গুদাম রক্ষক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস,
৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
প্রযত্নে-মেসার্স মুন্সী হযরত আলী এণ্ড কোং
৫ এম, এস, রোড, টানবাজার, নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) উপ-মহাব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস,
৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
প্রধান কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৯, তারিখ ১৯-৩-৯৮

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারন দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহমেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ গত ২৫-৩-৯৮ ও ১২-৩-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারনে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

ই, ও, কেইস নং ৬/১৯৯৫

সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস,
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা — বাদী।

বনাম

মোঃ জালাল উদ্দিন, পিতা মৃত আলাউদ্দিন সরদার,
গ্রাম চর চাঁদপুর, থানা ফরিদপুর সদর, জেলা ফরিদপুর—আসামী।

উপস্থিত: মোঃ আবদুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায়ের তারিখ: ৩১-০-৯৮ ইং

রায়

ইহা ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৩(বি) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগে আসামীর বিরুদ্ধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পক্ষে সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কাকরাইল, ঢাকা কর্তৃক দায়েরী নালিশী দরখাস্তের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত একটি মোকদ্দমা।

রাষ্ট্র পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, আসামী মোঃ জালাল উদ্দিন ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের বিধান মতে কোন রিক্রুটিং এজেন্ট নহে এবং কোনভাবে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে চাকুরী প্রদানের উদ্দেশ্যে কোন টাকা গ্রহণ বা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে চাকুরী প্রদানের ব্যাপারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। এতদসত্ত্বেও উক্ত মোঃ জালাল উদ্দিন এর বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ আসিয়াছে যে আসামী প্রতারনা মূলে মোটা বেতনে কুয়েতে চাকুরী প্রদানের নামে মোট ৬৫,০০০ টাকা অভিযোগকারী মোঃ বদরুল ইসলাম ভূইয়ার নিজ বাড়ীতে বসিয়া নগদ গ্রহণ করেন। আসামী টাকা গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যেও বিদেশে পাঠাইতে ব্যর্থ হইলে অভিযোগকারী বদরুল ইসলাম ভূইয়ার সন্দেহ হয় এবং তিনি মোঃ জালাল উদ্দিনকে একজন ভূয়া আদম ব্যাপারী হিসাবে জানিতে পারেন। এক পর্যায়ে বিদেশে প্রেরণের নামে বাড়ী হইতে অভিযোগকারী বদরুল ইসলাম ভূইয়াকে আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে বিদায় নিয়া ঢাকা এয়ারপোর্টে আসিতে বলেন। ঢাকায় আসিয়া জানিতে পারেন আসামী জালাল উদ্দিন এ যাত্রায় তাহাকে বিদেশে পাঠাইতে পারিবেন না। তিনি আসামীর নিকট টাকা ফেরত চাহিলে দেই-দিচ্ছি বলিয়া কয়েকমাস ঘুরাইতে থাকেন এবং এব্যাপারে বহু দেনদরবার করিয়াও আসামীর নিকট হইতে টাকা আদায় করা সম্ভব হয় নাই। তবে তাহার নিকট হইতে স্বীকারোক্তিমূলক

ও অংগীকারনামা তিন টাকা মূল্যের একটি ষ্ট্যাম্পে গ্রহণ করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি উক্ত মোঃ জালাল উদ্দিন এর বিরুদ্ধে নরসিংদি জেলার জেলা প্রশাসকের বরাবরে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ইহার প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক নরসিংদীর এক-জন সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিয়া এ বিষয়ে তদন্ত করান এবং উক্ত অভিযোগ সঠিক প্রমানিত হওয়ায় তৎমর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে এবং উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পক্ষে আসামীর বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে।

আসামী পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, তিনি নির্দোষ এবং পি, ডব্লিউ-২, অভিযোগকারী তৎকর্তৃক টাকা পয়সা ও বিদেশে পাঠানোর বিষয়ে অংগীকারনামা প্রদান করা হয় নাই। অতঃপর রাষ্ট্র পক্ষে পিডব্লিউ-১, হিসাবে স্বাক্ষী দিয়াছেন সহকারী পরিচালক, জেলা কর্ম-সংস্থান ও জনশক্তি অফিস, এর মোঃ ফিরোজ কবির। তিনি তাহার দাখিলী কাগজাদি যথা নরসিংদী জেলা প্রশাসক এর দপ্তর হইতে প্রেরিত পত্র, প্রদর্শনী-১, সিরিজ হিসাবে এবং পি, ডব্লিউ-২, কর্তৃক জেলা প্রশাসক বরাবরে দাখিলী দরখাস্ত, প্রদর্শনী-২, সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করেন। পি, ডব্লিউ-২, হিসাবে স্বাক্ষ্য দিয়াছেন অভিযোগকারী বদরুল ইসলাম ভুইয়া। অতপর রাষ্ট্র পক্ষের স্বাক্ষী প্রদান ঘোষণা করা হয় এবং আসামী পক্ষ কোন সাফাই স্বাক্ষ্য না দেওয়ায় আসামীকে ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৪২ ধারায় জিজ্ঞাসা-বাদ করা হয়। তিনি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নির্দোষ দাবী এবং বিচার প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) আসামী মোঃ জালাল উদ্দিন অভিযোগকারীর নিজ বাড়ীতে বসিয়া ইং ৭-৬-৯০ ইং তারিখে ও ২০-৬-৯০ইং তারিখে পি, ডব্লিউ-২, বদরুল ইসলাম ভুইয়ার নিকট হইতে কুয়েতে চাকুরী দেওয়ার নামে ৬৫,০০০ টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা?

(২) আসামী বৈধ রিক্রুটিং এজেন্ট কিনা? না হইয়া থাকিলে উক্তরুপ টাকা গ্রহণ করিয়া তিনি ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৩(বি) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছিলেন কিনা?

(৩) আসামী দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি কি পরিমান শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর: ১, ২ ও ৩:

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে গৃহীত হইল। রাষ্ট্র পক্ষ কর্তৃক আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সমর্থনে ২জনকে স্বাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত স্বাক্ষীর মধ্যে পি, ডব্লিউ-১, মোঃ ফিরোজ কবির কর্তৃক রাষ্ট্রের পক্ষে বাদী হইয়া নালিশী দরখাস্ত দাখিল করা হইয়াছে। উক্ত পি, ডব্লিউ-১ এর

জেরার স্বাক্ষ্য মতে টাকার পয়সার ঘটনা সম্পর্কে তাহার কোন ব্যক্তিগত জ্ঞান নাই মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। তিনি তাহার জেরার স্বাক্ষ্যে আরও বলেন যে, প্রদর্শনী-১ এর ভিত্তিতে প্রদর্শনী-২, দায়ের করিয়াছেন। প্রদর্শনী-১, হইতেছে, পি, ডব্লিউ-২, দরখাস্তকারী বদরুল ইসলাম ভূঁয়া কর্তৃক নরসিংদী জেলা প্রশাসক বরাবরে দাখিলী অভিযোগ দরখাস্ত। প্রদর্শনী-১ সিরিজ ভুক্ত উক্ত অভিযোগ দরখাস্তে এই মর্মে উল্লেখিত হইয়াছে যে, কুয়েতে চাকুরী দেওয়ার প্রত্যাশায় তিনি ৬৫,০০০ টাকা প্রদান করেন। ৬৫,০০০ টাকার মধ্যে ২১,০০০ টাকা নজরুল স্বপনের মাধ্যমে আসামীকে প্রদান করেন। অতঃপর তিনি বাড়ীতে আসিয়া জমি বন্ধক দিয়া এবং ধার করিয়া ইং ৭-৬-৯০ তারিখে এককালীন নগদ ৪৪,০০০ টাকা আসামীকে প্রদান করেন। উক্ত আসামী মোঃ জালাল উদ্দিন তাহার বরাবরে একটি ষ্ট্যাম্পে লিখিতভাবে স্বীকারোক্তি প্রদান করেন যে, ইং ৭-৬-৯০ তারিখের মধ্যে তাহার নামে ইছাকাটনিয়ান হিসাবে কুয়েত হইতে একটি এন, ও, সি আনিয়া দিবেন এবং উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার জন্য এন, ও, সি আনিতে ব্যর্থ হইলে তিনি সমুদয় টাকা ফেরত দিবেন অথচ পি, ডব্লিউ-২, অভিযোগকারী বদরুল ইসলাম ভূইয়া অত্র আদালতে স্বাক্ষ্য দান কালে জেরার স্বাক্ষ্যে এই মর্মে বলেন যে, এন, ও, সি আনার জন্যে তিনি কবে আসামীকে টাকা দিয়েছিলেন তাহা তাহার খেয়াল নাই। কত টাকা কোন কোন তারিখে দিয়াছিলেন এবং কাহার মারফত দিয়াছিলেন তাহাও তিনি স্মরণ করিতে পারিতেছে না। তিনি তাহার জেরার স্বাক্ষ্যে আরও বলেন যে, আসামী আদম বেপারী কিনা তাহা তিনি জ্ঞাত নহেন। ইহা ব্যতিরেকে, যে অংগীকার নামার কথা তিনি নালিশী দরখাস্তে উল্লেখ করিয়াছেন উক্ত অংগীকারনামা পি, ডব্লিউ-২, কর্তৃক অত্র আদালতে প্রদর্শিত হয় নাই বা উহা প্রমানের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট স্বীকার স্বাক্ষ্য আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সমর্থনে রাষ্ট্র পক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা হয় নাই। কাজেই, আসামী মোঃ জালাল উদ্দিন যে পি ডব্লিউ-২, বদরুল ইসলাম ভূইয়াকে চাকুরী দিয়া কুয়েতে পাঠানোর লক্ষ্যে যে ৬৫,০০০ টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা রাষ্ট্র পক্ষ সন্দেহের উর্ধ্বে করোবোরেটিভ এভিডেন্স বা আনুসাংগিক স্বাক্ষ্যাদি দ্বারা প্রমান করিতে সমর্থ হয় নাই। কাজেই, আসামী যে, বৈধ রিক্রুটিং এজেন্ট না হওয়া সত্ত্বেও বিদেশে চাকুরী দেওয়ার নাম করিয়া পি, ডব্লিউ-২, অভিযোগকারী বদরুল ইসলাম ভূইয়া এর নিকট হইতে ৬৫,০০০ টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন মর্মে যে অভিযোগ করিয়াছে তাহাতে তাহাকে সন্দেহমুক্ত ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা যুক্তিসংগত ও সমীচিন নহে। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে তাহাকে নির্দোষী সাব্যস্ত করা হইল। এক্ষণে, এইরূপ;

আদেশ

হইল যে আসামী মোঃ জালাল উদ্দিনকে তাহার বিরুদ্ধে ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৩(বি) ধারায় আনিত অভিযোগ হইতে নির্দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাকে উক্ত অভিযোগ হইতে রেহাই প্রদান করা হইল এবং তিনি তাহার জামিন নামা হইতে অবিলম্বে মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

ই, ও, কেইস নং ৯/১৯৯৫ইং

সহকারী পরিচালক,
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা—বাদী।

বনাম

১। মিসেস সুরাইয়া মাধুরী,
স্বামী গোলাম সারোয়ার কামাল
৫/৭(গি), কলওয়ালা পাড়া,
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

২। জনাব মোঃ সোহেল,
পিতা নুরু মিয়া,
গ্রাম মোড়লগঞ্জ বাজার,
ডাকঘর ও থানা মোড়লগঞ্জ,
জেলা বাগেরহাট।

৩। জনাব মোঃ সোহাগ,
পিতা নুরু মিয়া,
গ্রাম মোড়লগঞ্জ বাজার,
পোঃ ও থানা মোড়লগঞ্জ,
জেলা বাগেরহাট—আসামীগণ।

উপস্থিত : মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ),
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
রায়ের তারিখ ২৮-৫-৯৮

রায়

ইহা ১৯৮২ সনের ইমপ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৩ (বি) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগে আসামীগণের বিরুদ্ধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কাকরাইল, ঢাকা কর্তৃক দায়েরী নালিশী দরখাস্তের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত একটি মোকদ্দমা।

রাষ্ট্র পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, আসামী নং (১) মিসেস সুরাইয়া মাধুরী (২) মোঃ সোহেল ও (৩) মোঃ সোহাগ ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের বিধান মতে কোন রিক্রুটিং এজেন্ট না হওয়া সত্ত্বেও প্রবঞ্চনা মূলে মালয়েশিয়াতে কলকারখানায় মোটা বেতনে চাকুরী প্রদানের নাম করিয়া মোঃ মাসুদ মিয়া, পিতা মোঃ কেরামত আলী খলিফা ১২/১৭, তাজমহল রোড়, মোহাম্মদপুর ঢাকার নিকট হইতে ইং ৮-১০-৯২ তারিখে ১নং আসামী তাহার নিজ বাড়ীতে বসিয়া নগদ ৯৫,০০০ টাকা এবং ২নং আসামী মোঃ সোহেল ইং ২৭-১২-৯৩ তারিখে মালয়েশিয়াতে বসিয়া ৫১,০০০/টাকা গ্রহণ করেন। দুই দফায় দুই দেশে আসামীগণ মোট ১,৪৬,০০০ টাকা গ্রহণ করেন। ২ ও ৩নং আসামীদ্বয় মালয়েশিয়াতে অবস্থান করিতেছেন। ১নং আসামী ২ ও ৩নং আসামীর আপন ভগ্নি। অভিযোগকারী পি, ডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়া প্রথম দফায় মালয়েশিয়াতে যাওয়ার পূর্বে ১নং আসামীর নিকট ৭৫,০০০/=টাকা প্রদান করেন। ইহার কয়েক মাস পর ইং ২৩-৪-৯৬ তারিখে ঢাকা বিমান বন্দরের মাধ্যমে প্রথমে ব্যাংকক যান, ব্যাংকক হইতে অ-শেষে মালয়েশিয়াতে অবস্থানকারী ২নং আসামীর নিকট পৌঁছেন। উক্ত পি, ডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়াকে ২নং আসামী প্রথমে একটি মুরগীর ফার্মে নিম্নমানের কাজে অতি অল্প বেতনে চাকুরী প্রদান করেন। কাজের মান ও বেতনের কথা উল্লেখ করিয়া পি, ডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়া তাহার পিতা-মাতার নিকট পত্র লিখিলে আরও সুন্দর ও ভাল বেতনে চাকুরী করার লক্ষ্যে ১নং আসামীর নিকট তাহার পিতা-মাতা আরও ২০,০০০/=টাকা প্রদান করেন। অপরদিকে মালয়েশিয়াতে অবস্থানকারী ২ ও ৩নং আসামীদ্বয় পি, ডব্লিউ-২ অভিযোগকারী মাসুদ মিয়ার নিকট হইতে ভাল চাকুরীতে নিয়োগের লোভ দেখাইয়া অতিরিক্ত ৫১,০০০/=টাকা গ্রহণ করেন এবং তিনি তাহার পাশপোর্টসহ অন্যান্য কাগজাদি ২নং আসামীর নিকট হস্তান্তর করেন। উক্ত টাকা প্রাপ্তির পর ২নং আসামী অন্যান্য লোকের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিয়া বাংলাদেশে পলায়ন করিয়া আসেন। এই সকল প্রতারণামূলক কার্যকলাপের কথা মালয়েশিয়াতে অবস্থানরত ৩নং আসামীর নিকট বলা হইলে তিনি পি, ডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়াকে সান্ত্বনার কথা বলিয়া তাহাকে তাহার বাসায় অবস্থান করিতে বলেন এবং ভাল চাকুরীর সুযোগ করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন। ৩নং আসামীও অবশেষে পি, ডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়াকে কোন কাজে নিয়োজিত না করিয়াও তাহার ভাই কর্তৃক গৃহীত পাসপোর্ট ফেরৎ প্রদান না করিয়া গোপনে মালয়েশিয়াস্থ পুলিশের নিকট রিপোর্ট করিয়া অবৈধ অবস্থানকারী হিসাবে ধরাইয়া দেন এবং পুলিশ তাহাকে গ্রেফতার করিয়া ইমিগ্রেশন ক্যাম্পে আটক করেন। তিনি ৬ মাস মালয়েশিয়ার ক্যাম্পে আটক অবস্থায় অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় ও নির্যাতনের ফলে মরণাপন্ন হইয়া পড়েন। তিনি অতিকষ্টে তাহার করুন অবস্থার কথা তাহার পিতা-মাতাকে জানাইলে বহু টাকা-পয়সা খরচ করিয়া ইং ৩০-১২-৯৪ তারিখে তাহাকে দেশে ফিরাইয়া আনা হয়। দেশে আসিয়া তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন এবং তাহার পিতা-মাতা আসামীদের নিকট সমুদয় টাকা ফেরত চাহিলে দেই দিচ্ছি করিয়া ঘুরাইতে থাকেন। অবশেষে ১নং আসামী ৫০,০০০/=টাকা ফেরত প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেও অদ্যাবধি কোন টাকা ফেরত প্রদান করেন নাই। বরং

টাকা-পয়সা ফেরত চাহিলে উক্ত মাসুদ মিয়া ও তাহার পরিবারবর্গকে হুমকি প্রদান করেন। এমতাবস্থায় উক্ত মাসুদ মিয়া জেলা প্রশাসক ঢাকার নিকট চাকুরীর নামে প্রহসন ও টাকা আত্মসাত সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করা হইলে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট দিয়া এ বিষয়ে তদন্ত করানো হয়। অতঃপর উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযোগকারীর অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হইলে উহার ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক, ঢাকা কর্তৃক ১০৯৬ (সং)বি/শা:৪২/৯৫ তারিখ ৭-৬-৯৫ তারিখের স্মারক মূলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত পি, ডব্লিউ-১ এর অবহিত করা হয়।

এমতাবস্থায়, উক্ত পি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক দায়েরকৃত নালিশী দরখাস্তের ভিত্তিতে আসামীগণের বিরুদ্ধে অত্র আদালত হইতে সমন প্রেরণ করা হয়। আসামী নং-(১) মিসেস সুরাইয়া মাধুরী ইং ২৭-৯-৯৫ তারিখে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া জামিন প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে অপর দুইজন আসামী মোঃ সোহেল ও মোঃ সোহাগ ইং ১৪-১১-৯৫ তারিখে অত্র আদালত হইতে জামিন প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইং ১০-৭-৯৬ তারিখে ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৩৯ (খ)(২) ধারার আওতায় আসামীদের বিরুদ্ধে তাহাদের অনুপস্থিতিতে আদালতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অডিন্যান্সের ২৩(বি) ধারায় তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। ইং ১৭-৮-৯৬ তারিখের রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য থাকে। অতঃপর ইং ১৪-১১-৯৬ তারিখে ধার্যকৃত সাক্ষীর দিনে সকল আসামীগণ অনুপস্থিত থাকেন। এমতাবস্থায় পি, ডব্লিউ-১ মোঃ ফিরোজ কবির ও পি, ডব্লিউ-২ ক্ষতিগ্রস্ত মাসুদ মিয়ার জবানবন্দি গ্রহণ করা হয় এবং রাষ্ট্র পক্ষে দাখিলী কাগজ পত্র প্রদর্শনী-১, ২(সিরিজ), ৩ (সিরিজ) ও ৪ হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং ইং ৭-১২-৯৬ তারিখ আরও স্বাক্ষীর জন্য দিন ধার্য থাকে।

উক্ত তারিখেও আসামীগণ অনুপস্থিত থাকেন এবং ইং ২০-২-৯৭ তারিখে সকল আসামীগণের অনুপস্থিতিতে পি, ডব্লিউ-৩ মোঃ গোলাম কাওসার ও পি, ডব্লিউ-৪ মোয়াজ্জেম হোসেনের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। আরও স্বাক্ষীর জন্য ইং ২৭-৩-৯৭ তারিখ দিন ধার্য হইলে ঐ দিন সকল আসামীগণ অনুপস্থিত থাকেন এবং রাষ্ট্র পক্ষের স্বাক্ষী পি, ডব্লিউ-৫ ম্যাজিষ্ট্রেট মোস্তফা ফেরদৌসের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয় এবং রাষ্ট্র পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শনী-১(১) ১(২) হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং ইং ১০-৪-৯৭ তারিখ যুক্তিতর্কের জন্য দিন ধার্য হয়। উক্ত তারিখে রাষ্ট্র পক্ষের এ পি পি সময়ের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে ইং ৮-৫-৯৭ তারিখ যুক্তিতর্কের জন্য ধার্য হয় এবং উক্ত তারিখে আসামী নং (২) মোঃ সোহেল ও (৩) মোঃ সোহাগ অত্র আদালতে আত্মসমর্পন করিয়া জামিনের জন্য দরখাস্ত দেন এবং ১নং আসামী মিসেস সুরাইয়া মাধুরী জামিনাবধি বরাবরই অনুপস্থিত থাকে নথি দৃষ্টে দেখা যায়। উক্ত আসামীদ্বয় কর্তৃক রাষ্ট্র পক্ষের স্বাক্ষীদিগকে জেরা করার প্রয়োজনে রি-কলের আবেদন করা হইলে উহা মঞ্জুর হয় এবং ইং ৫-৬-৯৭ তারিখ জেরার জন্য ধার্য থাকে। উক্ত তারিখে ২ ও ৩ নম্বর আসামী কর্তৃক পি ডব্লিউ-১ মোঃ ফিরোজ কবীর এবং পি ডব্লিউ-৩ মোঃ গোলাম কাওসারকে জেরা করা হয় এবং পরবর্তীতে ইং

২৪-৭-৯৭ তারিখে ২ ও ৩নং আসামী কর্তৃক পি ডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়ার জেরা সমাপ্ত হয়। অতঃপর ইং ২১-৮-৯৭ তারিখ আরও স্বাক্ষীর জন্য ধার্য থাকে। এমতাবস্থায় ইং ১২-৩-৯৮ তারিখে আরও স্বাক্ষীর জন্য দিন ধার্য হয়। উক্ত তারিখে সকল আসামীগণ অনুপস্থিত থাকেন। অপরদিকে রি-কলকৃত স্বাক্ষী মোঃ গোলাম কাওসার ও মোয়াজ্জেম হোসেন উপস্থিত থাকেন। আসামীগণ কর্তৃক উপরোক্ত স্বাক্ষীগণের জেরার সুযোগ গ্রহণ না করায় রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষ্য পর্ব সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং ২৩-৪-৯৮ তারিখ যুক্তি-তর্কের জন্য ধার্য থাকে। অতঃপর রাষ্ট্র পক্ষের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়। উপরোক্ত অবস্থায় নালিশী দরখাস্ত ও রাষ্ট্র পক্ষের প্রদত্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে নিম্ন বর্ণিত বিচার্য বিষয় প্রস্তুত করা হইল।

বিচার্য বিষয়

(১) ১নং আসামী মিসেস সুরাইয়া মাধুরী তাহার নিজ বাড়ীতে বসিয়া পি, ডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়াকে মালয়শিয়াতে প্রেরণের উদ্দেশ্যে ইং ৮-১০-৯২ তারিখ ৯৫,০০০/= টাকা এবং ২৭-১২-৯৩ তারিখে মালয়শিয়াতে বসিয়া ২নং আসামী মোঃ সোহেল পিডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়ার নিকট হইতে ভাল চাকুরী দেওয়ার নাম করিয়া আরও ৫১,০০০/= টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা? এবং প্রতিপ্রতি মতে আসামীগণ কর্তৃক পি, ডব্লিউ-২ মাসুম মিয়াকে ভাল চাকুরী হইয়াছিল কিনা?

(২) আসামীগণ পরস্পর পরস্পর কোন বৈধ রিক্রুটিং এজেন্ট কিনা? না হইয়া থাকিলে উক্তরূপ টাকা গ্রহণ করিয়া তাহারা পরস্পর ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৩ (বি) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছিল কিনা?

(৩) আসামীগণ দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাহারা কে কি পরিমান শাস্তি পাওয়ার উপযোগী?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর :-১,২ও৩।

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে গৃহীত হইল। রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক আসামীগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের নিমিত্ত ৫ জনকে স্বাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত ৫ জন স্বাক্ষীর মধ্যে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ ফিরোজ কবীর রাষ্ট্রের পক্ষে বাদী হইয়া নালিশী দরখাস্তটি দাখিল করিয়াছেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে এই মর্মে সাক্ষ্য দেন যে, আসামী নং (১) মিসেস সুরাইয়া মাধুরী (২) মোঃ সোহেল ও (৩) মো সোহাগ পিতা-নুরু মিয়া ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের বিধান মতে কোন রিক্রুটিং এজেন্ট না হওয়া সত্ত্বেও পি, ডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়া, পিতা মোঃ কেরামত আলী খলিফা, ১২/১৭, তাজমহল রোড, ঢাকা এর নিকট হইতে ইং ৮-১০-৯২ তারিখে ১নং আসামী মিসেস সুরাইয়া মাধুরী তাহার নিজ বাড়ীতে বসিয়া ৯৫,০০০/ টাকা এবং ২ নং আসামী ইং ২৭-১২-৯৩ তারিখে মালয়শিয়াতে বসিয়া ৫১,০০০/=টাকা গ্রহন করেন। দুই দফায়

আসামীগণ ১,৪৬,০০০/ টাকা গ্রহন করেন। তিনি আরও বলেন যে, ১ নং আসামী ২ ও ৩ নং আসামীর আপন ভগ্নি। যাহারা পূর্ব হইতেই মালয়েশিয়াতে অবস্থান করিতেছিল। অভিযোগকারী মাসুদ মিয়া প্রথম দফায় মালয়েশিয়া যাওয়ার পূর্বে ৭৫,০০০/ টাকা ১ নং আসামীর নিকট প্রদান করেন। পরে ইং ২৩-৪-৯৩ তারিখে পি, ডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়া ব্যাংকক হইয়া মালয়েশিয়াতে যায় এবং ২ নং আসামীর নিকট পৌছেন। ২ নং আসামী ১টি মুরগীর ফার্মে নিম্নমানের চাকুরী দেয় যদিও কথা ছিল যে, ভাল চাকুরী দেবেন। আরও আরও ভাল চাকুরী পাইবার আশায় মাসুদ মিয়া তাহার পিতা-মাতাকে পত্র দিলে তাহার পত্র মোতাবেক মাসুদ মিয়ার পিতা-মাতা ১ নং আসামিকে আরও ২০,০০০/ টাকা প্রদান করেন। ইহা ব্যতিরেকে মালয়েশিয়াতে অবস্থানকারী ২ ও ৩ নং আসামীদ্বয় মাসুদ মিয়ার নিকট হইতে আরও ৫১,০০০/ টাকা প্রদান করেন এবং মাসুদ মিয়ার পাসপোর্ট নিয়া নেয়। তারপর ২ নং আসামী বাংলাদেশে চলিয়া আসে। মালয়েশিয়াতে ৩ নং আসামীকে মাসুদ মিয়া ঘটনার কথা বিবৃত করিলে মাসুদ মিয়াকে ভাল চাকুরী করিয়া দিবেন বলিয়া সান্তনা দেন। ৩ নং আসামী মাসুদ মিয়াকে ভাল কাজ না দিয়া বরং অবৈধ অবস্থানকারী হিসাবে তাকে পুলিশের নিকট ধরাইয়া দেয় এবং পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ইমিগ্রেশন ক্যাম্পে আটক রাখে। মাসুদ মিয়া দীর্ঘ ৬ (ছয়) মাস মালয়েশিয়াতে জেলে থাকে। পরে তার পিতা-মাতা তাহাকে ইং ৩০-১২-৯৪ তারিখে দেশে ফিরাইয়া আনেন। আসামীগনের নিকট টাকা ফেরত চাহিলে মাসুদ মিয়াকে কোন টাকা ফেরত দেন নাই। তাই মাসুদ মিয়া ঢাকার জেলা প্রশাসকের নিকট অভিযোগ দাখিল করেন। একজন ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা উক্ত অভিযোগ তদন্ত করিয়া অভিযোগ প্রমান হইয়াছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন। ঢাকার জেলা প্রশাসক ইং ৭-৩-৯৫ তারিখের স্মারকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অভিযোগ ও তদন্ত বিষয়ক কাগজাবলী প্রয়োজনীয় কার্য ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তাহাদের কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। উক্ত স্মারক নং-১০৯৬, তারিখ ৭-৬-৯৫ প্রদর্শনী-১ সিরিজ। উক্ত প্রদর্শনী-১ সিরিজ এর ভিত্তিতে তিনি এই নালিশী দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন, যা প্রদর্শনী-২ হিসাবে চিহ্নিত ও ইহাতে পরিদৃষ্ট স্বাক্ষর তাহার। প্রদর্শনী-২(১), ২(২), ২(৩)।

২ ও ৩ নং আসামীগণ কর্তৃক তাহার জেরার সাক্ষ্য তিনি বলে এই মামলার বিষয় বস্তু সম্পর্কে তাহার কোন ব্যক্তিগত ধারনা নাই। তিনি প্রদর্শনী-১ এর ভিত্তিতে আসামীগনের বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। তিনি মামলার বাদী বা আসামীগনকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন না। রিজ-ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদনে ১,৪৬,০০০/=টাকা প্রতারনার বিষয় সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ না থাকিলেও স্বাক্ষীদের সাক্ষ্যে উল্লেখ্য আছে। মাসুদ মিয়া যে মালয়েশিয়া যাওয়ার পূর্বে ১ নং আসামী মিসেস সুরাইয়া মাধুরীর নিকট ৭৫,০০০/ টাকা প্রদান করেন তাহা তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ না থাকিলেও মাসুদ মিয়া কর্তৃক জেলা প্রশাসক বরাবরে দাখিলী অভিযোগ নামাতে উল্লেখ আছে। উক্ত ২ ও ৩ নং আসামী কর্তৃক তাহাকে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে, তিনি তদন্ত প্রতিবেদনের বাহিরে মাসুদ মিয়ার প্রভাবে এই নালিশী দরখাস্ত প্রদর্শনী-২ আসামীগনের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে তিনি উক্ত সাজেশন সত্য নহে বলিয়া জবাব দেন।

পি, ডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়া তাহার স্বাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি ক্ষতিগ্রস্ত। ১ নং আসামী সুরাইয়া মাধুরী মালয়েশিয়া চাকুরী দিবে বলিয়া তাহার নিকট হইতে ইং ৮-১০-৯২ তারিখে তাহার নিজ বাস ভবনে বসিয়া ৭৫,০০০/ টাকা গ্রহণ করে। ইং ২৩-৪-৯৩ তারিখে তাহাকে মালয়েশিয়াতে পাঠান। তিনি মালয়েশিয়াতে ২ নং আসামী মোঃ হোসেন এর নিকট বাসায় উঠেন। উক্ত আসামী তাহাকে মুরগীর ফার্মে নিম্নমানের চাকুরী দেন যদিও কথা ছিল যে তাহাকে ভাল চাকুরী দেওয়া হইবে। তিনি তাহার কষ্টের কথা তাহার ভাই ও পিতা-মাতাকে প্রদর্শনী-৩ সিরিজের মাধ্যমে অবহিত করেন। পত্রানুযায়ী তাহার পিতা-

মাতা ১ নং আসামীর সহিত আলাপ করিলে তাহাকে আরও ভাল চাকুরী দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ১ নং আসামী তাহার পিতা-মাতা ও ভাইয়ের নিকট হইতে আরও ২০,০০০/ টাকা গ্রহণ করে। ঐ দিকে মালয়েশিয়াতে অবস্থানকারী ২ ও ৩ নং আসামী তাহাকে ভাল চাকুরী দিবে বলিয়া আরও ৫১,০০০/ টাকা ইং ২৭-১২-৯৩ তারিখে গ্রহণ করেন। তিনি সরল বিশ্বাসে তাহার পাসপোর্ট ও কাগজপত্র ২ নং আসামীকে দিয়া দেন। কিছু দিন পর ২ নং আসামী মাসুদ মিয়ার পাসপোর্ট সহ টাকা পয়সা নিয়া বাংলাদেশে পালাইয়া আসেন। তিনি এই ঘটনার কথা ৩ নং আসামী ও চিঠিপত্র প্রদর্শনী-৩ এর মাধ্যমে তাহার পিতা-মাতাকে জানায়।

৩নং আসামী তাহাকে অবৈধ অবস্থানকারী হিসাবে মালয়েশিয়া পুলিশের নিকট ধরাইয়া দেন। তিনি পুলিশ ইমিগ্রেশন ক্যাম্পে দীর্ঘ ৬ (ছয়) মাস আটক থাকেন। তারপর তাহার পিতা-মাতা ও ভাইয়েরা তাহাকে বহু টাকা পয়সা খরচ করিয়া ইং ৩০-১২-৯৪ তারিখে বাংলাদেশে ফেরত আনেন। ইমিগ্রেশন ক্যাম্পে থাকাবস্থায় তাহার যে চেহারা হইয়াছিল এবং তিনি যে কি পরিমান অসুস্থ হইয়াছিলেন তৎসংগে এই ফটো প্রদর্শনী-৪ দাখিল করেন। তিনি ও তাহার পিতা-মাতা ১নং আসামীর নিকট যাইয়া টাকা ফেরত চাহিলে ১নং আসামী তাহাকে ৫০,০০০/= টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দের দিচ্ছি বলিয়া ঐ টাকাও তাহাকে ফেরত দেন নাই। আসামীগন কোন রিক্রুটিং এজেন্ট নহে বা তাহাদের কোন লাইসেন্স নাই। তিনি টাকা না দেওয়ার বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর বরাবরে অভিযোগ দায়ের করেন (যাহা প্রদর্শনী-১ সিরিজে রহিয়াছে)। অভিযোগে পরিদৃষ্ট স্বাক্ষর তাহার, প্রদর্শনী-১ (১) প্রতারনা করায় তিনি আসামীগনের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রার্থনা করেন।

তাহার জেরার সাক্ষ্যে তিনি বলেন যে, তাহারা ৬ ভাই বোন। ৪ ভাই ও বোন ভাইদের মধ্যে তিনি তৃতীয়। বড় ভাইয়ের নাম গোলাম কাউছার এবং মেজো ভাইয়ের নাম নাছির মিয়া। তাহার পরে মাইনুল ইসলাম। ভাইদের মধ্যে তিনি একাই বিদেশ গিয়েছিলেন। জেলা প্রশাসকের নিকট তাহার দাখিলী অভিযোগ ও তদন্তের সাক্ষ্য এবং কাগজাদির ভিত্তিতে সহকারী পরিচালক, শ্রম ও জনশক্তি অফিস কর্তৃক নালিশী দরখাস্ত দায়ের করা হইয়াছে। নালিশী দরখাস্ত, প্রদর্শনী-২ এর প্রথম পৃষ্ঠায় বিবৃত রহিয়াছে। ঘটনার তারিখ ও স্থান :- ৫/৭ (গি) কলওয়ালা পাড়া, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬, ১নং আসামীর নিজ বাড়ী। টাকার পরিমাণ-১,৪৬,০০০/= (এক লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার) টাকা (যাহা ৯৫,০০০/= টাকা বাংলাদেশে পরিশোধ করিয়াছে এবং ৫১,০০০/= টাকা মালয়েশিয়ায় পরিশোধ করিয়াছে তারিখ ইং ৮-১০-৯২ (বাংলাদেশ) ও ইং ২৭-১২-৯৩)।" তাহার মেজো ভাইয়ের নাম নাছির তাহাকে অন্য কোন নামে ডাকা হয় না। তাহার বাবার নাম মোঃ কেরামত আলী খলিফা। প্রদর্শনী-১ তিনি কোর্টে দাখিল করিয়াছেন। প্রদর্শনী-১ তে মোঃ গোলাম সরওয়ার পিতা-মোঃ কেরামত আলী খলিফা স্থায়ী ঠিকানা ডোওরাতালা বাজার, পোঃ- হালতা, থানা-বামনা, জেলা-বরগুনা এবং অস্থায়ী ঠিকানা-২৮/১৩, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা উল্লেখ আছে। তাহারও স্থায়ী ঠিকানা-

ডোওয়াপাড়া বাজার, পোঃ-হালতা, থানা-বামনা, জেলা-বরগুনা এবং অস্থায়ী ঠিকানা-২৮/১৩, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। তাহার বর্তমান বয়স-২৬ বৎসর, তাহার জন্ম তারিখ ইং ৫-৬-৭৩। যাহা পরীক্ষার রেজিষ্ট্রেশনে উল্লেখ আছে। তাহার দাখিল-কৃত প্রদর্শনীসমূহে উল্লেখ আছে গোলাম সরোয়ার পিতা-কেরামত আলী খলিফা বিদেশ যায় এবং উক্ত গোলাম সরোয়ারই বিদেশ হইতে ফেরত আসে। দাখিলী বায়োডাটা, বিমানের টিকেটে তাহার নাম উল্লেখ নাই। সত্য নহে যে তিনি মাসুদ মিয়া বিদেশে যায় নাই বলিয়া দাখিলী কাগজ পত্রে তাহার নাম নাই বলিয়া তিনি জবাব দেন। বায়োডাটার উপরের ছবিটি তাহার। বায়োডাটার নিচের স্বাক্ষরটি লেখা তাহার। স্বতঃ স্বতস্ফূর্ত ভাবে বলেন যে, তিনি আগামীদের কথামত গোলাম সরোয়ার লিখিয়া বায়োডাটায় স্বাক্ষর দেন। সত্য নহে যে, তিনি ভাল জালিয়াতির মাধ্যমে বায়োডাটা তৈরী করিয়া আসামীদের ক্ষতিগ্রস্ত করিবার মানসে ইহা প্রস্তুত করিয়া তদন্তে ও অত্রাদালতে দাখিল করিয়াছি মর্মে আসামীগন কর্তৃক সাজেশন দেওয়া হইয়াছে। ইং ৪-৭-৯৩ তারিখের ক্যাক্স সংক্রান্ত যে ইং ৭-৭-৯৩ তারিখের চিঠি ১নং আসামী সুরাইয়া মাধুরী তাহার ভাইয়ের মাধ্যমে ৩নং আসামীর নিকট প্রেরণ করেন তখন তিনি মালয়েশিয়াতে জেলে ছিলেন। মোঃ সোহাগ তাহাদেরকে ধরাইয়া দিয়া মালয়েশিয়াতেই জেলের বাইরে ছিল স্বতস্ফূর্তভাবে বলেন। মালয়েশিয়ার জেল পুলিশ সরাসরি তাহাকে বিমানে উঠাইয়া দেয়। তিনি মালয়েশিয়াতে মোঃ সোহেল ও মোঃ সোহাগের বাসাতে যাওয়ার সুযোগ পায় নাই। সত্য নহে যে, ক্যাক্স সংক্রান্ত ১নং আসামী সুরাইয়া মাধুরীর লিখিত চিঠিটি জাল জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরী করিয়া তদন্তে ও অত্রাদালতে দাখিল করা হইয়াছে মর্মে আসামী পক্ষের সাজেশন দেওয়া হইয়াছে। তিনি সুরাইয়া মাধুরী আল হারামাইন এজেন্সীর মাধ্যমে তাহাকে মালয়েশিয়াতে পাঠান। তিনি যেদিন মালয়েশিয়াতে যায় ঐ দিন তিনি একাই বিমানে ছিলেন (অন্যরাও আছে বলিয়া শুনি স্বতস্ফূর্তভাবে বলেন)। তিনি জানে না যে, তাহার যাওয়ার তারিখে আল হারমাইন রিক্রুটিং এজেন্সীর গোলাম সরোয়ার সহ ৫০ জন লোককে মালয়েশিয়ায় প্রেরণ করেন এবং মালয়েশিয়ান কোম্পানীর লোক ঐ ৫০ জনকে বিমান বন্দর হইতে রিসিভ করিয়া নিয়াযান। (স্বতস্ফূর্তভাবে বলে-সাথে যোহেন ছিল-ঐখানে সবার পাসপোর্ট নিয়া নেয়)। ২ ও ৩নং আসামী কর্তৃক এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে, বায়োডাটার উল্লেখিত মোঃ গোলাম সরোয়ার পিতা-মোহম্মদ কেরামত আলী খলিফা তাহার মেঝো ভাই নাসিরের আসল নাম তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া জানান। তিনি আরও বলেন যে মালয়েশিয়া যাওয়ার পূর্বে তাহার নিজ নামে পাসপোর্ট অফিসে দরখাস্ত করেন এবং নিজ নামে পাসপোর্ট করেন। সেই পাসপোর্ট ১নং আসামীর নিকট টাকাসহ জমা দেন। সেই টাকা ও পাসপোর্ট তাহাকে ফেরত দেন নাই। ১নং আসামীর স্বামীর বাড়ী তাহার ইউনিয়নে বাড়ী। অন্যান্য আসামীরা ১নং আসামীর আপন ভাই। তাহারা মোড়লগঞ্জের অধিবাসী। ১নং আসামী তাহাদের ইউনিয়নে চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমান নির্বাচনে হারিয়া যান। তাহারা মালয়েশিয়াতে যাওয়ার সময় ১নং আসামী চেয়ারম্যান ছিলেন না। বিদেশে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাহার (১নং) কর্মী ছিলেন। ১নং কর্মী হিসাবে ১নং আসামীর নিকট তিনি চাকুরী চান।

তাহাকে চাকুরী না দেওয়ার কারনে তিনি আক্রোশে ১নং আসামী ও তাহার ভাইদের পেচাইয়া মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন বা প্রদর্শনী ও ভুয়া ও বানোয়াট মর্মে ২ ও ৩ নং আসামী কর্তৃক সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া স্বাক্ষ্য দেন। প্রদর্শনী ৫তে উল্লেখ নাই যে, উহা কোথায় বসিয়া তোলা হয়। এই ছবি তাহার এবং অন্তে দেওখানো হয়। ছবির সহিত সাক্ষ্যদানকারীর চেহারার মিল আছে বলিয়া জেরার স্বাক্ষ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। আসামীগনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার মানসে তিনি পূর্ব পরিকল্পিতভাবে প্রদর্শনী-৫ এবং প্রদর্শনী-৮ সৃজন করা হইয়াছে মর্মে ২ ও ৩ নং আসামী পক্ষ কর্তৃক সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি ইহাও সত্য নহে বলিয়া স্বাক্ষ্য দেন। আসামীগন কেহই অন্তে উপস্থিত ছিলেন না তবে তাহাদের আইনজীবী উপস্থিত হইয়া সময়ের প্রর্থনা করেন। আইনজীবীর সময়ের প্রর্থনা নামনজুর করা হয়। অতঃপর অন্ত প্রতিবেদন সৃজন করা হইয়াছে মর্মে সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া তাহার জেরার স্বাক্ষ্যে উল্লেখ করেন।

পি,ডব্লিউ-৩ গোলাম কাওছার তাহার জবানবন্দীর স্বাক্ষে বলেন যে, বাদী মাসুদ তাহার ছোট ভাই। তিনি মাসুদ মিয়াকে বিদেশে পাঠানের ব্যাপারে ইং ৮-১০-৯২ তারিখে ১নং আসামী মিসেস সুরাইয়া বেগমকে ৯৫,০০০/= টাকা এবং মাসুদ মিয়া মালয়েশিয়াতে বসিয়া ২নং আসামী মোঃ সোহেলকে ৫১,০০০/= টাকা তাহার নিকট হইতে পত্র মাধ্যমে জানিতে পারেন। মাসুদ মিয়া মালয়েশিয়াতে থাকাকালীন তাহার পত্রের বক্তব্য অনুসারে তাহার পিতা-মাতা ১নং আসামীকে আরও ২০,০০০/= টাকা প্রদান করেন। মাসুদ মিয়ার পাশপোর্ট ২ ও ৩ নং আসামীদ্বয় নিয়া গেল। তাহাকে কথামত ভাল কাজ না দিয়া অবৈধ অবস্থানকারী হিসাবে পুলিশকে ধরাইয়া দেন। ফলে সে জেলে যায়। তাহার পিতা-মাতা ইং ৩০-১২-৯৪ তারিখে তাহাকে দেশে ফিরাইয়া আনেন। তিনি তাহার ভাই, মাসুদ মিয়া ও তাহার পিতা-মাতা টাকা ফেরত চাহিলে আসামীগণ তাহা দিতে অস্বীকার করেন।

পি,ডব্লিউ-৪ মোয়াজ্জেম হোসেন তাহার জবানবন্দীর স্বাক্ষে বলেন যে, তিনি বাদীর বড় ভাই। গোলাম কাওসার তাহার ভাই লাগে। তাহার সম্মুখে মাসুদ মিয়ার বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে ১ নং আসামী সুরাইয়া মাবুরীর বাড়ীতে বসিয়া গোলাম কাওসার কর্তৃক তাহাকে ৯৫,০০০=/ টাকা দেওয়া হয়।

পি,ডব্লিউ-৫ মোস্তফা ফেরদৌস প্রতিবেদন দাখিলকারী ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি তাহার জবানবন্দির স্বাক্ষে বলেন যে, তিনি চাঁদপুর কালেক্টরেটে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি ঢাকার এডিএম আদালতের ৫০২ (সং)/বি-শা৪১/৯৪ তারিখ

২৫-৩-৯৫ ইং মূলে অত্র মোকদ্দমা অভিযোগ সংক্রান্তে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করেন। তদন্তে হাজির হইবার জন্য তিনি উভয় পক্ষ নোটিশ জারী করেন। ১ নং আসামী সুরাইয়া মাধুরীর পক্ষ হইতে লিখিতভাবে সময় গ্রহণ করা হয়। ন্যায় তদন্তের স্বার্থে তাহাদেরকে তিনি সময় দেন এবং ইং ১৭-৪-৯৫ তারিখে তদন্তের সময় নির্ধারন করেন। উক্ত তারিখে আসামীগণ তদন্তে হাজির না হওয়ায় মাসুদ মিয়ার জবানবন্দি গ্রহণ করেন। বাদী বা মাসুদ মিয়ার কিছু দাখিলী -চিঠিপত্র ও ফ্যাক্স কপি, ছবি ইত্যাদি তদন্ত বিবেচনা করেন। বাদীর মৌখিক জবানবন্দি ও কাগজাদি বিবেচনাক্রমে তিনি আসামীগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা আছে মর্মে ইং ১৭-৪-৯৫ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। (যাহা প্রদর্শনী-১ সিরিজ)। বাদীর স্বাক্ষ্য সীট ও প্রতিবেদনে পরিদৃষ্ট স্বাক্ষর তাহার, যাহা প্রদর্শনী-১(১)ও ১(২)।

২ ও ৩ নং আসামীদ্বয় কর্তৃক জেরার স্বাক্ষ্যে তিনি বলেন যে, প্রতিবেদনে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই যে, আসামীগণ বাদীর নিকট হইতে কোন কোন তারিখে কিভাবে কত টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ইং ১৭-৪-৯৫ তারিখে তদন্ত করেন। উক্ত তারিখে আসামীগণ তাহার কাছে সময়ের আবেদন করেন এবং তিনি সময়ের আবেদন মঞ্জুর করেন। ইং ২৫-৪-৯৫ তারিখ পরবর্তী তদন্তের দিন ধার্য হয়। ইং ১৭-৪-৯৫ তারিখেই তিনি বাদী মাসুদ মিয়ার স্বাক্ষাৎ গ্রহণ করেন। ইং ২৯-৪-৯৫ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। ইং ২৫-৪-৯৫ তারিখে যে আসামীগণ তাহার সম্মুখে তদন্তে উপস্থিত হন নাই। ইহা সুনির্দিষ্টভাবে তাহার তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ নাই। তিনি আরও বলেন যে, আসামী-গণকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া একতরফাভাবে তিনি বাদীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আসামীদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন। তদন্তকালে মাসুদ মিয়া কর্তৃক দাখিলকৃত মোঃ সোহাগকে লিখা ১ নং আসামী সুরাইয়া মাধুরীর ইং ৭-৭-৯৪ তারিখের চিঠির সহিত ইং ১৩-৪-৯৫ তারিখে ১ নং আসামী সুরাইয়া মাধুরীর সময়ের দরখাস্তে তাহার স্বাক্ষরের সহিত মিল আছে কিনা বা ঐ চিঠি ১ নং আসামী সুরাইয়া মাধুরীর চিঠি কিনা তৎসম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কোন এক্সপার্ট এক্সজামিনেশন করেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, উহা ট্রায়ালের বিষয়। প্রদর্শনী-১ সিরিজভুক্ত আল হামরা ইন্টারন্যাশনাল এর প্যাডে যে বায়োডাটা দেওয়া আছে উহা কোন রিক্রুটিং এজেন্সী কিনা তাহার দেখা তাহার জন্য রিলিভেন্ট ছিল না। বায়োডাটা এবং মোঃ গোলাম সরোয়ারের স্বাক্ষর এবং ছবি সঠিক কিনা তাহা যাচাই করিয়া দেখা হয় নাই। কারন উহা ট্রায়ালের বিবেচ্য বিষয়। গোলাম সরোয়ার নামীয় বায়োডাটা এবং ট্রাভেল পারমিটে যে মাসুদ মিয়ার যে ছবি পেষ্ট করা হইয়াছিল তাহা তিনি বিশেষজ্ঞদ্বারা পরীক্ষা করান নাই কারন উহাতে মাসুদ মিয়ার ছবি পরিদৃষ্ট রহিয়াছে। প্রদর্শনী-১ সিরিজভুক্ত মাসুদ মিয়ার লুঙ্গি পরিহিত খালি গায়ের ছবিটি সত্যায়িত নাই। উক্ত ছবির পিছনে তাহার নাম ও লেখা নাই। বাদী কর্তৃক দাখিলী কাগজাদী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি

পরীক্ষা নিরীক্ষা না করিয়া বাদী মাসুদ মিয়ার প্রভাবে আসামীগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন বা সঠিক জবানবন্দি দিতেছেন না মর্মে ২ ও ৩ নং আসামীদ্বয় কর্তৃক সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা শত্য নহে বলিয়া স্বাক্ষ্য দেন।

স্বাক্ষীগণের উপরোক্ত স্বাক্ষ্যের প্রেক্ষাপটে পি, ডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়া কর্তৃক আসামীগণের বিরুদ্ধে ইং ৮-২-৯৫ তারিখে যে অভিযোগ দরখাস্তটি ঢাকার জেলা প্রশাসকের দপ্তরে প্রদর্শনী-১ সিরিজভুক্তে দায়ের করা হইয়াছিল উহার সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

" .....

যথাবিহীত সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন আমি বাদী মো: মাসুদ মিয়া এই মর্মে আরজ জানাচ্ছি যে, ১ নং বিবাদী আদম ব্যাপারিনী মিসেস সুরাইয়া মাধুরী আমাকে মালয়েশিয়ার ভাল ফ্যাক্টরীতে কাজের প্রলোভন দেখায়ে ৭৫,০০০=/ (পচাত্তর হাজার) টাকা গ্রহন করে। দীর্ঘ আট মাস মিথ্যা ওয়াদা করে ঘুরানোর পরে গত ২৩-৪-৯৩ ইং তারিখে আমাকে মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়ে দেয়। কুয়ালালামপুরে বিবাদীর সহৃদয় (২ নং) জনাব সোহেল আমাকে গ্রহণ করে। এবং পরিশেষে একটা মুরগীর ফার্মে চায়নিজদের কাছে আমাকে বিক্রি করে দেয়। মুরগীর ফার্মে চায়নিজদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে আর বেতন না দেওয়ার কথা আমি পত্রের মাধ্যমে দেশে মিস মাধুরীসহ আমার বাড়ীতে জানাই। আমার আব্বা-আম্মা মিসেস মাধুরীর মিরপুরস্থ বাসায় গিয়ে কান্নাকাটি করে এর সংবাদ জানায়। মাধুরী আশ্বাস দিয়ে বলে যে অবিলম্বে সে তার মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত সহোদর ভাইদেরকে টেলিফোন করে একটা ভাল চাকুরী দেওয়ার জন্য জানাবে। এভাবে কয়েকমাস আমার কষ্টে কাটানোর পরে এদিকে মিসেস মাধুরী আমার ভাইদেরকে একটা ফ্যাক্স কপি দেখার আর বলে যে কুয়ালালামপুর সিটিতে ভাল চাকুরী হবে এতে আমার কম্পাউণ্ড ও লেবি করতে হবে। যাতে আরও ২০,০০০/= (বিশ হাজার) টাকার প্রয়োজন। আমার ভাইরা আমার সুখ শান্তির কথা চিন্তা করে আবার ২০,০০০/= টাকা মাধুরীকে নগদ প্রদান করে। এমতাবস্থায় হঠাৎ একদিন উক্ত মুরগীর ফার্মে ২ নং বিবাদী জনাব সোহেল আমার দুরাবস্থা দেখতে যায় এবং আমাকে আশ্বাস দেয় যে, এক সপ্তাহের মধ্যে তোমাকে কুয়ালালামপুর সিটিতে ভাল চাকুরীতে ঢুকাবো। আমার সাথে নারায়ণগঞ্জের ইকবাল নামের একটা ছেলে উক্ত মুরগীর ফার্মে কাজ করত, তাকেও সোহেল একই আশ্বাস দেয়। ফলে আমরা দু'জনে একত্রে মিলে আমার নিজ হাতে জনাব সোহেলকে কষ্টার্জিত ও ইকবালের জমানো টাকা ৫১,০০০ (একান্ন হাজার) (৩৪০০

আর এম) প্রদান করি। এর কয়েকদিন পরে গত ৫-১-৯৪ ইং তারিখে আমাদের দুইজনকে সোহেল তার কুয়ালালামপুরস্থ নিজ বাসায় নিয়া আসে। সেখানে সে নিজ খরচে আমাদের খাওয়াতে থাকে। এক পর্যায়ে রাত্রের পারটাইম হিসাবে পাশেই একটা অস্থায়ী কাজ দেয়। গোপনে গোপনে এভাবে আমরা কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি এবং আমাদের বৈধ কাগজপত্র ও পাশপোর্টসহ ভাল কাজ চাই। দিব দিচ্ছি বলে শেষ পর্যন্ত গত ২৩-৫-৯৪ ইং সোমবার সে বিভিন্ন লোকদের টাকা প্রায় ৩০ হাজার আর, এম (৪,৫০০.০০) টাকা নিয়ে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশে উড়ে আসে। এমতাবস্থায় আমরা ভীষন হতাশ হয়ে পড়ি এবং তার বড় ভাই সোহাগ এর ঠিকানায় গিয়ে আমাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ ও বিহীত জানতে চাইলে সে আমাদেরকে দুটো অবৈধ (পি,সি) পাশপোর্ট হাতে দিয়ে বলে তোমরা পারমিটের জন্য ধৈর্য্য ধর আমি যেহেতু ওর ভাই এখানে আছি তোমাদের দুজনের কোন অসুবিধা হবে না। এবং আমার এই ঠিকানা তোমরা আর কারো কাছে দিবে না। সোহেল পালিয়ে বাংলাদেশে আসার বিস্তারিত ঘটনা আমি পত্র মারফত মাধুরী ও আমার ভাইদেরকে জানাই। এদিকে আমার আব্বা-আম্মা ভাই-বোনরা দালাল মাধুরীর কাছে কান্নাকাটি করার পরে সে বলে যে সোহাগ ওদের দুজনের পারমিট ও কাগজপত্র ঠিক করে দেবে। সোহাগের ভাল হাত আছে। ওদের জন্য কোন চিন্তার দরকার নাই। আমার ভাইরা সোহেল ও মাধুরীর পারমিট ও ভাল কাজের আশ্বাস পেয়ে দিন গুনতে থাকে। অন্য দিকে হঠাৎ গত ০৩-০৭-৯৪ তারিখে দিবাগত মধ্যরাত সোহাগ গোপনে (৩নং) আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়। পরের দিন পুলিশ আমার বৈধ কাগজপত্র না পেয়ে ইমিগ্রেশন ক্যাম্পে আটক করে।

এ সংবাদ বাড়ীতে পৌছার পরে আমার ভাইদের মনে ভীষন অস্থিরতা দেখা দেয়। মাধুরীর মিরপুরস্থ বাসায় গিয়ে সবাই কান্নাকাটি করার পরে সে বলে যে, বর্তমানে তার কাছে সোহাগের নতুন ঠিকানা ও ফাক্স ফোনের নাম্বার জানা নাই। আমার ভাইরা তার দেয়া লিখিত নিয়ে তার নির্দেশ মতো ফ্যাক্স নাম্বার সংগ্রহ করে কুয়ালালামপুরে সোহাগের কাছে ফ্যাক্স করে।

এরপর দীর্ঘ দিন এর কোন সুরাহা না হলে এবং পুলিশ ক্যাম্পে আমি বিনা চিকিৎসায়, অনাহারে, নির্যাতনে মরনাপন্নভাবে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ি। জনাব সোহাগ বাড়ীতে এসে জানায় সে আমাকে জেল মুক্ত করে সব কিছু ঠিক করে দিয়ে এসেছে। শীঘ্রই তার চিঠি পাবেন। আমার ভাইরা আমার হাতের লেখা চিঠিতে সোহাগের প্রতারনার কথা জানতে পেরে সোহাগ, সোহেল ও মাধুরীকে এর বিহীত করার জন্য করুন অনুরোধ

করে। ফলে বিবাদীগণ আমার ভাইদের জীবন নাশের হুমকি দেয় এবং বাসায় এসে মাস্তানদের দ্বারা ভয় ভীতি দেখায়। ফলে নিরুপায় হয়ে আমার ভাইয়েরা গত ৮-৮-৯৪ তারিখ মোহাম্মদপুর থানায় একটা সাধারণ ডাইরী নং ৪৮৬, তারিখ ৮-৮-৯৪ করতে বাধ্য হয়।

দীর্ঘ ৬(ছয়) মাস ক্যাম্পে আটক থাকা অবস্থায় জীবন বাঁচানোর আর কোন উপায় না পেয়ে বাড়ীতে চিঠি দেই। সর্বশেষে আমার ভাইয়েরা নিজ খরচে অন্য একটা এজেন্সীর মাধ্যমে টিকিট করে ৩০-১২-৯৪ ইং তারিখ বাংলাদেশ বিমানে সম্পূর্ন অসুস্থ, অসহায় ও লজ্জা নিবারনের কাপরটুকু পর্যন্ত হারিয়ে দেশে ফেরত আসি। ঢাকা এসে ঢাকা ম্যাডিকেলে চিকিৎসাধীন অসুস্থ অবস্থায় আমি মাধুরীর বাসায় দেখা করি এবং আমার আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী করি। মাধুরী আমার দুরাবস্থা স্বচক্ষে দেখে আপাতত ৫০,০০০- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দিবার ওয়াদা করে। বেশ কয়েকবার ওয়াদা মতো দৌড়া দৌড়ি করি। সে আমার কিছুটা সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং সর্বশেষ ওয়াদা মত গত ৫-২-৯৫ ইং তারিখ মাধুরী তার বাসা থেকে একটা টাকাও না দিয়ে খালিহাতে অপমান করে বের করে দেয়। এমতাবস্থায় আমি সম্পূর্ন অসহায় হয়ে আপনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে উল্লেখ্য যে, প্রদর্শনী-১ ভুক্ত আল হারমাইন ইন্ট্রারন্যাশনাল এর প্যাডে যে বায়োডাটা দেখা যায় উহাতে পরিদৃষ্ট ছবি পি, ডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়ার যদিও জীবন বৃত্তান্ত বিবরণে নাম লেখা আছে গোলাম সরোয়ার এবং উক্ত প্যাডের রেফারেন্স উল্লেখিত হইয়াছে জনৈক সোহাগের নামে। উক্ত প্রদর্শনী-১ সিরিজভুক্ত পরিদৃষ্ট ছবিতে দেখা যায় পি, ডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়া আসামীদের সহিত ফটো উঠিয়াছেন। ইহা ব্যতিরেকে প্রদর্শনী-৫ হইতে দেখা যায় যে, ইং ২৬-১২-৯৪ তারিখ উক্ত গোলাম সরোয়ার নামে বাংলাদেশ এ্যাম্বাসী কুলালালামপুর ইস্যুকৃত ট্রাভেল পারমিট। প্রদর্শনী-৭ বিমান টিকিট হইতে দেখা যায় যে, ইং ৩০-১২-৯৪ তারিখে উক্ত গোলাম সরোয়ার কুয়ালালামপুর হইতে ঢাকায় ফেরত আসেন। ইহা ব্যতিরেকে ইং ৭-৭-৯৪ তারিখের ফ্যাক্স কপি হইতে দেখা যায় যে, ১নং আসামী মাধুরী কর্তৃক ৩নং আসামী মোঃ সোহাগকে একটি পত্র লেখা হইয়াছে। উক্ত পত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

> "দোয়া নিস। পরশুরাদ ৪-৭-৯৪ তারিখ একটা ফ্যাক্স করেছি তা পেয়েছ কিনা জানিনা। এখন কথা হল যেভাবে হোক মাসুদকে ছাড়াবার চেষ্টা কর। ওকে ছাড়াবার ওখানে কোন লোক নাই। টাকা পয়সা যা লাগে আমাকে বানাও মাসুদের মা বাবা পাগলের মত হয়ে গেছে দরকার হলে জামালের কাছে গিয়া বলবি যে মাসুদকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করে দিন। ওর নাকি কম্পাউন্ট হয়েছে সেই কাগজ পত্র দেখায়ে যে ভাবে হোক ওকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করবিই ফ্যাক্স পাওয়া মাত্র উত্তর দিবি। আমি ভিষণ অস্থির হয়ে আছি। তোর ফোন ও ফ্যাক্স এর অপেক্ষায় আছি। ইতি "আপা", ৭-৭-৯৪।"

স্বাক্ষ্য প্রমানাদির এইরূপ পরিস্থিতিতে ইহা উল্লেখ্য যে যদিও ১নং আসামী কর্তৃক বাংলাদেশে ৯৫,০০০/-টাকা গ্রহণের প্রসংগে পি, ডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়া ও পি, ডব্লিউ-৩ মোঃ গোলাম কাওছার এর স্বাক্ষ্যের মধ্যে গড়মিল থাকা মর্মে প্রতিয়মান হইলেও ইহা পরিস্কারভাবে প্রকাশ পায় যে, ১নং আসামী সুরাইয়া মাধুরী রিক্রুটিং এজেন্ট না হওয়া সত্বেও অর্থের বিনিময়ে পি, ডব্লিউ-২ মাসুদকে গোলাম সরওয়ার সাজাইয়া মালয়েশিয়ায় প্রেরণ করেন এবং তাহার লিখিত চিঠি, ফ্যাক্স কপিতে ইহা সমর্থিত। কাজেই আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, ১নং আসামী ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৩(বি) ধারায় অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন বিধায় তিনি উক্ত বিধান মতে দোষী সাব্যস্ত যোগ্য। তিনি মহিলা বিধায় এবং স্বাক্ষ্যাদির ত্রুটি বিচ্যুতি বিবেচনা ক্রমে আমি আরও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাহার কৃত অপরাধের জন্য ১(এক) বৎসরের সশ্রম শাস্তি প্রদান এবং ১(এক) লক্ষ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ১(এক) মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হইলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হইবে।

অপরদিকে মালয়েশিয়াতে অবস্থানকারী ২ ও ৩ নম্বর আসামীদ্বয় কর্তৃক ভাল চাকুরীতে নিয়োগের লোভ দেখাইয়া পি, ডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়ার নিকট হইতে আরও ৫১,০০০/-টাকা গ্রহণের অভিযোগটি বা উক্ত পি, ডব্লিউ-২ মাসুদ মিয়ার নিকট হইতে উক্ত আসামীদ্বয় কর্তৃক পাসপোর্ট গ্রহণের বিষয় বা পি, ডব্লিউ-২ মাসুদকে অবৈধ অবস্থানকারী হিসাবে মালয়েশিয়ার পুলিশ দ্বারা গ্রেফতারের বিষয়াদি বিদেশে সংঘটিত বিধায় অত্র আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত। কাজেই, আসামী নং (২) মোঃ সোহেল ও (৩) মোঃ সোহাগের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যথার্থ ও সমীচিন নহে বলিয়াও আমি আরও সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে বাধ্য হইতেছে। এক্ষণে এইরূপ;

আদেশ

হইল যে ১নং আসামী সুরাইয়া মধুরী জামিনে পলাতককে ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৩(বি) ধারায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাকে ১(এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১(এক) লক্ষ টাকা জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে আরও ১(এক) মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। অত্র আদালতে তাহার আত্মসমর্পনের দিন অথবা গ্রেফতারের দিন হইতে শাস্তি কার্যকরযোগ্য। তৎমোতাবেক গ্রেফতারী পরওয়ানাসহ শাস্তির সংশ্লিষ্ট আদেশের একটি অনুলিপি চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট,, ঢাকা ও অপর একটি অনুলিপি পুলিশ কমিশনার, ঢাকা এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট থানায় কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল।

আসামী নং (২) মোঃ সোহেল ও (৩) মোঃ সোহাগ জামিনে অনুপস্থিত এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে তাহাদিগকে খালাস দেওয়া হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়
দ্বিতীয় শ্রম আদালত

আই, আর, ও মামলা নং ৩৪/৯৬

মোঃ আঃ ছালাম, পিতা মৃত ফরমান আলী
সাং কিশেনত মধুপুর, পোঃ ধরনীবাড়ী,
থানা উলিপুর, জেলা কুড়িগ্রাম—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) স্যামহো বাংলাদেশ লিঃ, পক্ষে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
৩৪, বেচারাম দেউরী, থানা কোতয়ালী, ঢাকা-১১০০।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্যামহো বাংলাদেশ লিঃ,
মৌচাক, কালিয়াকৈর, জেলা গাজীপুর—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৬, তারিখ ২৬-৫-৯৮

মামলাটি কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণের কারণ নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবি হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আলী আফজাল ফারুক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ গত ২০-১২-৯৭, ১১-১-৯৮ এবং ১৬-৩-৯৮ তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগন একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।
অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

মজুরী পরিশোধ মোঃ নং ৩৫/৯৬

জুলহাজ উদ্দিন,
পিতা মৃত জয়নাল আবেদীন,
গ্রাম মেহাই আরান খোলা,
থানা ইশ্বরদী, জেলা পাবনা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
হেড অফিস, ১৯, দিলকুশা বা/এ,
চতুর্থ তলা, থানা মতিঝিল,
ঢাকা-১০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৬, তারিখ ২১-৫-৯৮

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ইং ৪-১-৯৮, ২৬-২-৯৮, ২৮-৪-৯৮ তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৩৬/৯৬

নিজামউদ্দিন, গ্রাম বরিয়াচর,
থানা ইশ্বরদী, জেলা পাবনা —দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আল হাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
হেড অফিস, ১৯, দিলকুশা বা/এ,
চতুর্থ তলা, থানা মতিঝিল,
ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আল হাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা—প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৬, তারিখ ২১-৫-৯৮

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ইং ৪-১-৯৮, ২৬-২-৯৮ ও ২৮-৪-৯৮ তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৩৯/৯৬

মোঃ আকরাম হোসেন,
পিতা মোঃ নবির উদ্দিন,
গ্রাম চরখাদেম পারা,
পোঃ দিঘা, থানা ইশ্বরদী,
জেলা পাবনা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আলহাজ্ব টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
হেড অফিস, ১৯, দিলকুশা বা/এ,
চতুর্থ তলা, থানা মতিঝিল ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আলহাজ্ব টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আলহাজ্ব টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা—প্রতিপক্ষগন।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৭, তারিখ ২১-৫-৯৮

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজির দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ইং ২-২-৯৮, ৩-৩-৯৮ ও ২৮-৪-৯৮ তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪০/৯৬

মোঃ আবদুর রহমান,
পিতা আলেক পরা, গ্রাম লারিচরা,
থানা ইশ্বরদী, জেলা পাবনা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) আলহাজ্ব টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
হেড অফিস, ১৯, দিলকুশা বা/এ,
চতুর্থ তলা থানা মতিঝিল,
ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আলহাজ্ব টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আলহাজ্ব টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৭, তারিখ ২১-৫-৯৮

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ইং ২-২-৯৮, ৩-৩-৯৮ ও ২৮-৪-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে,মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪১/৯৬

মোঃ আবদুল কাদের,
পিতা মৃত আজিজুল হক,
গ্রাম আটাপাড়ার,
ইশ্বরদী, পাবনা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ, হেড অফিস,
১৯, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
চতুর্থ তলা, থানা-মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ইং ২-২-৯৮, ৩-৩-৯৮ ও ২৮-৪-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া নেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যানের কার্যালয় দ্বিতীয় শ্রম আদালত

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪২/৯৬

আকাতুন্না, পিতামৃত শমিজউদ্দিন সরদার,
গ্রাম লক্ষিকান্ডা, ইশ্বরদী, পাবনা —দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ, হেড অফিস,
১৯, দিলকুশা বা/এ, চতুর্থ তলা,
থানা মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবি হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ-ইং ২-২-৯৮ ৩-৩-৯৮ ও ২৮-৪-৯৮ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুল রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয় দ্বিতীয় শ্রম আদালত

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪৩/৯৬

শ্রী জগবন্ধু দাস,
পিতা কৃষ্ণ বন্ধু দাস,
গ্রাম সারিকান্দি,
ইশ্বরদী, পাবনা —দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,,
হেড অফিস, ১৯, দিলকুশা বা/এ,
চতুর্থ তলা, ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আলহাজ জুট মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী,-পাবনা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ইং ২-২-৯৮, ৩-৩-৯৮ ও ২৮-৪-৯৮ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিত জনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয় দ্বিতীয় শ্রম আদালত

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪৪/৪৬

মোঃ ফজলুল হক,
পিতামৃত রফিজ উদ্দিন,
গ্রাম হালিমপুর, ইশ্বরদী, পাবনা —দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
হেড অফিস, ১৯, দিলকুশা বা/এ,
চতুর্থ তলা, থানা মতিঝিল,
ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ইং ২-২-৯৮ ৩-৩-৯৮ ও ২৮-৪-৯৮ তারিখ পর পর অনুস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয় দ্বিতীয় শ্রম আদালত

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪৫/৯৬

মোঃ সেন্টু মিয়া,
পিতামৃত হারিস উদ্দিন,
পোঃ+থানা ইশ্বরদী,
পাবনা —দরখাস্তকারী

বনাম

(১) আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ
হেড অফিস, ১৯, দিলকুশা বা/এ,
চতুর্থ তলা, থানা মতিঝিল,
ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ইং ২-২-৯৮, ৩-৩-৯৮ ও ২৮-৪-৯৮ তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয় দ্বিতীয় শ্রম আদালত

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪৬/৯৬

মোঃ আবদুল্লা আল মাহমুদ,
পিতামৃত হাজি সেকান্দার আলী,
গ্রাম জয়লা হোসেন,
টাংগাইল—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আলহাজ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ, হেড অফিস,
১৯, দিলকুশা বা/এ, চতুর্থ তলা,
থানা মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ২-২-৯৮, ৩-৩-৯৮, ও ২৮-৪-৯৮ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয় দ্বিতীয় শ্রম আদালত

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-৪৭/৯৬

মোঃ বাবু মিয়া, পিতা এবাদত আলী,
গ্রাম ডেয়ারবাহাইল, ইশ্বরদী, পাবনা।
প্রযত্নে মোঃ কোরবান আলী, ব্যারিষ্টার-এট-ল,
এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট অব বাংলাদেশ,
৩৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
হেড অফিস, ১৯, দিলকুশা বা/এ,
চতুর্থ তলা, থানা মতিঝিল,
ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ২-২-৯৮, ৩-৩-৯৮ ও ২৮-৪-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারনে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-৪৮/৯৬

মোঃ আবদুল আজিজ,
পিতা মৃত আবদুল মজিদ,
গ্রাম ঈশ্বরদী, থানা ইশ্বরদী,
পাবনা।—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
হেড অফিস, ১৯, দিলকুশা বা/এ,
চতুর্থ তলা, থানা মতিঝিল,
ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ইং ২-২-৯৮, ৩-৩-৯৮ ও ২৮-৪-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

আর আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-৪৯/৯৬

মোঃ সিদ্দিক আলী,
পিতা মৃত মহর আলী,
গ্রাম বারিচরা, ইশ্বরদী,
পাবনা।—প্রথম পক্ষ/দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
হেড অফিস, ১৯, দিলকুশা বা/এ,
চতুর্থ তলা, থানা মতিঝিল,
ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ইং ২-২-৯৮, ৩-৩-৯৮ ও ২৮-৪-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-৫০/৯৬

মোঃ আক্কাস আলী,
পিতা মৃত মোঃ আয়াজ উদ্দিন,
গ্রাম বারিয়া, থানা ইশ্বরদী,
পাবনা। দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
হেড অফিস, ১৯, দিলকুশা বা/এ,
চতুর্থ তলা, থানা মতিঝিল,
ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পরক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ইং ২-২-৯৮, ৩-৩-৯৮ ও ২৮-৪-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয় দ্বিতীয় শ্রম আদালত

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-৫১/৯৬

মোঃ ইউনুস আলী,
পিতা মৃত আবদুস সোবহান,
গ্রাম মহাদেবপুর, ইশ্বরদী,
পাবনা।—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
হেড অফিস, ১৯, দিলকুশা বা/এ,
চতুর্থ তলা, থানা মতিঝিল,
ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ
ইশ্বরদী, পাবনা।

প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৭ তারিখ ২১-৫-৯৮

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ইং ২-২-৯৮, ৩-৩-৯৮ ও ২৮-৪-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে,মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৫২/৯৬

শামছুল হক,
পিতা-মৃত আবদুস জব্বার
লক্ষিকান্দা, ইশ্বরদী,
পাবনা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
হেড অফিস, ১৯, দিলকুশা বা/এ,
চতুর্থ তলা, থানা মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা।

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৭, তারিখ: ২১-৫-৯৮

মামলাটি প্রথম পক্ষে কারন দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ইং ২-২-৯৮ ৩-৩-৯৮ ও ২৮-৪-৯৮ তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারনে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয় দ্বিতীয় শ্রম আদালত

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৫৩/৯৬

মোঃ আজহার আলী,
পিতামৃত হারিজ উদ্দিন,
আটাপার, থানা ইশ্বরদী,
জেলা পাবনা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
হেড অফিস, ১৯, দিলকুশা বা/এ,
চতুর্থ তলা, থানা মতিঝিল,
ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা

(৩) প্রজেক্ট ম্যানেজার,
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ইশ্বরদী, পাবনা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৭, তারিখ: ২১-৫-৯৮

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারন দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ইং ২-২-৯৮, ৩-৩-৯৮, ও ২৮-৪-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিতকারনে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

আই, আর, ও, মামলা নং ৭৮/৯৬

মোঃ মানিক মিয়া, মেকরুল ওয়েণ্ডার,
এল, বি, নং ৪০৮৬, বিভাগ ওয়েল্ডিং,
নবারুন জুট মিলস লিঃ, নারায়নগঞ্জ।

স্থায়ী ঠিকানা :
পিতামৃত মাইজ উদ্দিন,
গ্রাম পিতলগঞ্জ, থানা ও পোঃ রূপগঞ্জ,
নারায়নগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।,

বনাম

(১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন,
আদমজী কোর্ট, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

(২) মহাব্যবস্থাপক (ই, আর,)
বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন,
আদমজী কোর্ট, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

(৩) মহাব্যবস্থাপক (কস),
বাংলাদেশ জুট মিলস লিঃ,
আদমজী কোর্ট, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

(৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক,
নবারুন জুট মিলস লিঃ,
কাঞ্চন, নারায়নগঞ্জ।

(৫) জহিম উদ্দিন আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত যান্ত্রিক প্রকৌশলী,
নবারুন জুট মিলস লিঃ, কাঞ্চন, নারায়নগঞ্জ।

(৬) রেহান উদ্দিন আহমেদ, মজুরী শাখা প্রধান,
নবারুন জুট মিলস লিঃ, কাঞ্চন, নারায়নগঞ্জ।

(৭) আবদুল মান্নান সিদ্দিকী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট,
নবারুন জুট মিলস লিঃ, শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন,
(সিবিএ,) নবারুন জুট মিলস লিঃ, কাঞ্চন, নারায়নগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৯, তারিখ: ১০-০৫-৯৮

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারন দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিয়া দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আলী আফজাল ফারুক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মনটু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম এবং প্রথম পক্ষ গত ২৩-৩-৯৮, ২৯-৩-৯৮, ১৬-৪-৯৮, এবং ২৬-৪-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারনে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
আই, আর, ও, মোঃ নং ৯০/৯৬

মোঃ আলাউদ্দিন,
প্রযত্নে নাজমা আক্তার,
২০০, শান্তিবাগ ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

কমিশনার এ্যাপারেল লিঃ,
১১৫/২৩ মতিঝিল সার্কুলার রোড
ঢাকা-১০০০
প্রতিনিধিত্বে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৯-৫-৯৮

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। প্রথম পক্ষের আইনজীবী আদালতে উপস্থিত আছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী কাজে মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন

সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারনে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
অভিযোগ মামলা নং ৬৫/৯৬

ছাসিনা,
বর্তমান এবং স্থায়ী ঠিকানা :
প্রযত্নে রজব আলী,
শফিয়া মহল (পানির ট্যাংকের নিকট)
রোড নং ৬, সেক্টর-৯, আবদুল্লাহপুর,
উত্তরা, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান এণ্ড এম, ডি,
পলমল নীট ওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ,
হেড অফিস:-
১৩৯, মতিঝিল বা/এ,
(৭ম এবং ১৩তম তলা),
থানা মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

ফ্যাক্টরী :

প্লট নং-৪৭, সেকশন-৪,
সোনারগাঁও জনপথ,
থানা উত্তরা, উত্তরা, ঢাকা।

(২) জেনারেল ম্যানেজার,
পলমল নীট ওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ,

ফ্যাক্টরী :- প্লট নং-৪৭,
সেকশন-৭, সোনারগাঁও, জনপদ
থানা উত্তরা, উত্তরা, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৫, তারিখ : ১৯-৫-৯৮

প্রথম পক্ষ মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহামেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম ও প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

অভিযোগ কেস নং-৫৯/৯৬

হাসান, কার্ড নং-৫৭,
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা:-
প্রযত্নে-আক্তার মাষ্টার,
সুফিয়া মহল (পানির ট্যাংকির নিকটে)
আবদুল্লাহ পুর, উত্তরা,
রোড নং-৬, সেক্টর-৯, ঢাকা। প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান, এণ্ড এম, ডি,
পলমল নিট ওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ
প্রধান অফিসঃ-১৩৯, মতিঝিল বা/এ,

(২) জেনারেল ম্যানেজার,
পলমল নিট ওয়ার ফ্যাক্টরী, লিঃ,
ফ্যাক্টরীঃ-প্লট নং-৪৭,
সেকশন-৭, সোনারগাঁও, জনপথ,
থানা-উত্তরা, উত্তরা, ঢাকা। দ্বিতীয় পক্ষ

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৬ তারিখ-১৮-৫-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহমেদ এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খাঁন উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে। প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম এবং উহা বিবেচিত হইল। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে-প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র আদেশের ৩ টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

অভিযোগ কেস নং-৫৬/৯৬
আবুল কার্ড নং—১২১
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকনা :—
প্রযত্নে—আবতার হোসেন মাষ্টার,
সুফিয়া মহল, (নেয়ার ওয়াটার ট্যাঙ্ক,)
আবদুল্লাহপুর, উত্তরা, রোড নং ৬, সেকটার-৯, ঢাকা।

প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান এণ্ড এম, ডি,
পলমল নিট ওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ,
হেড অফিস :—১৩৯, মতিঝিল বা/এ,
(৭ম এবং ১৩তম ফ্লোর),
থানা—মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—১০০০।

(২) জেনারেল ম্যানেজার, পলমল নিট ওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ,
৭, গোনারগাঁও, জনপদ প্লট নং—৪৭,
থানা উত্তরা, উত্তরা, ঢাকা। দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৬, তারিখ ১৮-৫-৯৮।

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে। প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম এবং উহা বিবেচিত হইল। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হইক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

অভিযোগ কেস নং ৬০/৯৬

হযরত আলী কার্ড নং—১৩৪
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা :—
প্রবন্ধে—আক্তার হোসেন মাষ্টার,
সুফিয়া মহল, (নেয়ার ও ওয়াটার ট্যাঙ্ক,)
আবদুল্লাপুর, উত্তরা, রোড নং—৬, সেক্টর—৯, ঢাকা। প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান এণ্ড এম, ডি
পলমল নিট ওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ,
হেড অফিস :—১৩৯, মতিঝিল বা/এ,
(৭তম এবং ১৩তম ফ্লোর),
থানা—মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—১৩০০।

(২) জেনারেল ম্যানেজার, পলমল নিট ওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ,
৭, গোনারগাঁও, জনপথ, প্লট নং—৪৭,
থানা—উত্তরা, উত্তরা ঢাকা। দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৬, তারিখ ১৮-৫-৯৮।

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে। প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম এবং উহা বিবেচিত হইল। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

আই, আর, ও, মামলা নং-৩২/৯৭

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা বিভাগ, ৯নং বিজয়নগর,
ঢাকা-১০০০—প্রথম পক্ষ।

বরাবর

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
ঢাকা বিভাগীয় ষ্টাফবাস (ঠিকাদার),
শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং ঢাকা-২৯৫২),
২৭নং দিলকুশা বা/এ,
রুম নং ৮৩২, ঢাকা-১০০০—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ, ২৮-৫-৯৮

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির নিমিত্ত প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষগণের বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, দ্বিতীয় পক্ষ একটি রেজিষ্ট্রার্ড ট্রেড ইউনিয়ন এবং তাহাদের রেজিষ্ট্রার ট্রেড ইউনিয়নের ঠিকানা অত্র আদালতের আওতাধীন। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং বি-৪৯৪) কর্তৃক গত ১৩-৮-৯৬ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ ঢাকা বিভাগীয় ষ্টাফ বাস ঠিকাদার) শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং ঢাকা ২৯৫২) এর বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করা হয় যে, উক্ত ইউনিয়নে কার্যকরী কমিটিতে অভিযোগকারী বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য রহিয়াছে। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষকে ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ইউনিয়নের সদস্য রেজিষ্ট্রার ও ডি-ফরমসহ ইং ১৬-১১-৯৬ তারিখে তদন্তে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু উক্ত রেজিষ্ট্রার্ড পত্রটি প্রাপককে না পাওয়ার প্রেক্ষিতে ডাক বিভাগ হইতে ফেরত আসিয়াছে। পরবর্তীতে উক্ত তদন্তকালে রেজিষ্ট্রার্ড ঠিকানায় ইউনিয়নের কোন অফিস খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন ঢাকা বিভাগীয় ষ্টাফ বাস (ঠিকাদার) শ্রমিক ইউনিয়নের প্রায় সকল সদস্যগণই অভিযোগকারী ইউনিয়নের সাধারণ সদস্য হিসাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইং ২৩-৬-৯৬ তারিখে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন ফলাফলে যে ২০ জন কর্মকর্তার নাম অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে ৯ জনই লিখিতভাবে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাহারা দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের সদস্য নয়। ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের অন্যান্য সাধারণ সদস্যদের নামও অভিযোগকারী ইউনিয়নের সদস্য রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া দেখা যায়। এইরূপ যৌথ সদস্যপদ প্রদান করা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১১(খ) ধারার পরিপন্থি। দ্বিতীয় পক্ষ

ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা বি, আর, টি, এ এর আওতাধীন ঢাকা জেলায়(অঞ্চল) চলাচলকারী বাস ও মিনিবাসে কর্মরত শ্রমিকের শতকরা ৩০% ভাগের অনেক কম বলিয়া রেকর্ড দৃষ্টে প্রতিয়মান হয়। ফলতঃ উক্ত ইউনিয়ন উপরে বর্ণিত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(২) ধারার পরিপন্থি। ইং ২৩-৬-৯৬ তারিখে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে নির্বাচনের ফলাফল দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক অত্র দপ্তরে জমা দিয়াছে তাহাদের মধ্যে ৯ জন কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তা লিখিতভাবে স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন যে, তাহারা উক্ত তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুই জানেন না বা অংশগ্রহণ করেন নাই। তাহাদের লিখিত মতামত হইতে আরও দেখা যায় যে, তাহারা দ্বিতীয় পক্ষের ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য নয়। উল্লেখ্য যে, নির্বাচন সাব-কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্য লিখিতভাবে মতামত ব্যক্ত করিয়াছে যে তাহারা ইং ২৩-৬—৯৬ তারিখ নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুই জানেন না এবং নির্বাচন ফলাফলে যে স্বাক্ষর রহিয়াছে উহা তাহাদের স্বাক্ষর নয় বলিয়া লিখিতভাবে মতামত ব্যক্ত করিয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের এইরূপ কার্যক্রম ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রার্ড সংবিধানের ২৪ নং অনুচ্ছেদ এবং উপরে বর্ণিত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(এ) ধারার পরিপন্থী। প্রথম পক্ষের দপ্তর কর্তৃক রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে দ্বিতীয় ট্রেড ইউনিয়নের ঠিকানায় প্রেরিত নোটিশ প্রাপককে খুঁজিয়া না পাওয়ার পেক্ষিতে ডাক বিভাগ কর্তৃক ফেরত আসিয়াছে। ইহা প্রতিয়মান হয় যে, ইউনিয়নের ঠিকানা সঠিক নহে। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬(ক)(১) ধারা এবং ইউনিয়নের সংবিধানের ২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। উপরোক্ত কারণ সমূহের কারণে প্রথম পক্ষ কর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রদানের প্রার্থনা মঞ্জুরযোগ্য কিনা ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

পি, উব্লিউ-১ মোঃ মোজাম্মেল হোসেন, সহকারী শ্রম পরিচালক, ঢাকা বিভাগীয় শ্রম দপ্তর কর্তৃক মোকদ্দমার সমর্থনে জবানবন্দি প্রদান করা হইয়াছে। তিনি তাহার জবানবন্দির স্বাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি প্রথম পক্ষের পক্ষে জবানবন্দি দিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রদর্শনী-১ সিরিজের ভিত্তিতে দ্বিতীয় পক্ষ একটি রেজিষ্ট্রার্ড ট্রেড ইউনিয়ন। প্রদর্শনী-২ সিরিজ মূলে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনয়ন করা হয়। উহার ভিত্তিতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক ইং ৯-১১-৯৬ তারিখে প্রদর্শনী-৩ সিরিজ মূলে রেজিষ্ট্রার্ড ডাকযোগে তদন্তে উপস্থিত হওয়ার জন্য ২য় পক্ষকে ডাকা হয়। এতসংক্রান্তে সংশ্লিষ্ট নোটিশ অর্থাৎ প্রদর্শনী-৩ ফেরত আসে। ইহার পর সরেজমিনে তদন্ত করতঃতদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ইং ১৪-৫-৯৭

তারিখে প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৪ দাখিল করা হয়। ইহার পর ইং ২২-৫-৯৭ তারিখে পুনরায় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদর্শনী-৫ সিরিজ জারী করার নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়। কিন্তু উক্ত নোটিশও ফেরত আসিয়াছে। এমতাবস্থায়, ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রদর্শনী-১ দ্বিতীয় পক্ষের ট্রেড ইউনিয়নের সংবিধান। প্রদর্শনী-২ হইতেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও তৎসংশ্লিষ্ট কাগজাদি। প্রদর্শনী-৩ হইতেছে, প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে প্রেরিত নোটিশাদি। যাহা উচ্চ বিভাগের মন্তব্য সহকারে অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত আসিয়াছে। প্রদর্শনী-৪ হইতেছে, মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী শ্রম পরিচালক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক ইং ১৪-৫-৯৭ তারিখের প্রদত্ত একটি তদন্ত প্রতিবেদন। প্রদর্শনী-৫ সিরিজ হইতেছে যে, দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি অপর একটি কারণ দর্শানো নোটিশে ইনভিলাপ, যাহা ডাক বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত মন্তব্য সহকারে ফেরত আসিয়াছে দেখা যায়।

আমরা উপরোক্ত কাগজাদি, প্রথম পক্ষের বা পি, উব্লিউ-১ এর স্বাক্ষাদি হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পক্ষে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে এবং প্রথম পক্ষ তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কাজেই, প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। এই প্রসংগে বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহারাও একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় তাহাদের স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ :

আদেশ

হইল যে, মোকদ্দমাটি একতরফা শুনানীতে নিঃখরচায় মঞ্জুর হইল। প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ ঢাকা বিভাগীয় ট্রাক বাস (ঠিকাদার) শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিঃ নং ঢাকা-২৯৫২ এর রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রদান করা হইল এবং অত্র আদেশ প্রাপ্তির ৭(সাত) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করার নির্দেশ প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

আই, আর, ও মামলা নং-৯৬/১৯৯৭

নেচার আহম্মেদ, গ্রাম ও পোঃ ভাগলপুর,
থানা ও জেলা চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মালিক, দেলোয়ার হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট,
১০/২, ধোলাইখাল, ঢাকা-১১০০।

(২) ম্যানেজার, দেলোয়ার হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট,
১০/২, ধোলাইখাল, ঢাকা-১১০০—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৮, তারিখ ১০-৫-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আলী আফজাল ফারুক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ৫-৫-৯৮ ইং তারিখের মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত বিবেচিত হইল। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং ১১/৯৭

আনোয়ারা, প্রযত্নে নাজমা আখতার, বাসা-২০০,
শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭—দরখাস্তকারী।

বনাম

জনাব মোস্তফা কামাল, বে-গার্মেন্টস এণ্ড ফ্যাশন লিঃ,
মির্জাপুর ভবন, ৬৯/১ মালিবাগ ডি, আই, ডি, রোড,
থানা গবুজবাগ, ঢাকা—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৪, তারিখ ৪-৫-৯৮

বাদীনী আনোয়ারা ও আসামী মোস্তফা কামাল অনুপস্থিত। মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। নথি দেখিলাম। বাদীনীর ২৩-১২-৯৭ ইং তারিখের মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত নথিভুক্ত রাখা হইয়াছে বাদীনীর অনুপস্থিতিতে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় আসামীকে অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ ;

আদেশ

হইল যে জামিন প্রাপ্ত আসামী মোস্তফা কামাল, বে-গার্মেন্টস এণ্ড ফ্যাশন লিঃ কে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

আই, আর, ও, মামলা নং ১৬/১৯৯৭

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা বিভাগ, ৯নং বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক,
গোপালগঞ্জ কাঠ মিস্ত্রী শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং-ঢাকা-২৮৭৫),
বাতাসা পট্টি সড়ক, গোপালগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ ২৮-৫-৯৮

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক ২য় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির নিমিত্ত প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রার্ড ট্রেড ইউনিয়ন, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়ন ১৯৮৯ সনে রেজিষ্ট্রেশন এর পর হইতে সংবিধান মোতাবেক কোন রিটার্ন দাখিল করেন নাই বা নির্বাচন সম্পন্ন করে নাই। ইং ২৪-১০-৯৬ তারিখে প্রথম পক্ষ কর্তৃক এতদসংশ্লিষ্টে দ্বিতীয় পক্ষের রেজিষ্ট্রীকৃত ঠিকানায় কারন দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হইলে উহা ডাক বিভাগের মন্তব্য সহকারে ফেরত আসে। এমতাবস্থায়, দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১) (খ) (গ) (ছ) ও (ঝ) ধারা অনুযায়ী বাতিলযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। সেহেতু অত্র মোকদ্দমা।

বিচার্য বিষয়

(১) প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রদানের প্রার্থনা মঞ্জুরযোগ্য কিনা?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

পি, ডব্লিউ-১ আলাউদ্দিন শেখ, সহকারী শ্রম পরিচালক, ঢাকা বিভাগীয় শ্রম দপ্তরে কর্মরত রহিয়াছেন। তিনি প্রথম পক্ষের পক্ষে জবানবন্দি দিয়াছেন। তিনি তাহার জবানবন্দির স্বাক্ষ্যে বলেন যে, দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়ন ১৯৮৯ সনের পর হইতে সংবিধান মোতাবেক রিটার্ন দাখিল করেন নাই বা কার্যকরী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করেন নাই। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সংবিধান প্রদর্শনী-১। ইং ২৪-১০-৯৬ তারিখে প্রদর্শনী-২ সিরিজ মূলে কেন রিটার্ন দাখিল করা হয় নাই বা তৎমর্মে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে নোটিশ প্রেরণ করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষের অফিসের অস্তিত্বহীন থাকায় নোটিশ ফেরত আসিয়াছে। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(১) ধারা ও প্রদর্শনী-১ এর ২নং অনুচ্ছেদ লংঘিত হইয়াছে। উপরে বর্ণিত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১)(খ)(গ)(ছ) ও (ঝ) ধারা মোতাবেক প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের প্রার্থনা করেন। প্রদর্শনী-১ হইতেছে দ্বিতীয় পক্ষের সংবিধান। উক্ত সংবিধানের ২৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতি দুই বৎসর কার্যকালের জন্য বিধান রহিয়াছে এবং নির্বাচনের ৭ দিন পূর্বে প্রথম পক্ষকে জ্ঞাত করিবার বিধান রহিয়াছে দেখা যায়। ইহা ব্যতিরেকে ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২১ ধারা অনুযায়ী ইউনিয়নের বাৎসরিক রিটার্ণ রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করার বিধান রহিয়াছে ও ১৯৭৭ সনের শিল্প সম্পর্ক বিধিমালার ১৩ নং বিধি অনুযায়ী প্রতি বৎসর ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করার

বিধান আছে। কিন্তু ১৯৮৯ সন হইতে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক কোন রিটার্ণ দাখিল না করায় ১৯৭৭ সনের শিল্প সম্পর্ক বিধিমালার এবং সংবিধানের ১৬নং ধারা লংঘিত হইয়াছে দেখা যায়। এতদসংশ্লিষ্টে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদর্শনী-২ সিরিজ প্রেরণ করা হইলে ফেরত পোষ্টাল ইনভিলাপে ডাক বিভাগের মন্তব্য হইতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষ কার্যালয়ের ঠিকানা "নট নোন বলিয়া" উল্লেখিত হইয়াছে।

আমরা পি, ডব্লিউ-১ এর স্বাক্ষাদি হইতে এমনকি অত্র আদালত হইতে প্রেরিত অত্র মোকদ্দমা সংক্রান্ত প্রেরিত নোটিশও ডাক বিভাগের এই মর্মে মন্তব্য দেওয়া হইয়াছে যে উক্ত নামে সমিতি উক্ত স্থানে এখনো হয় নাই বিধায় ফেরত। উপরোক্ত মতে আমরা পি, ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দি ও দাখিলী কাগজাদি বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং প্রথম পক্ষ তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কাজেই, প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রদান করা হইতে পারে। এই প্রসংগে বিজ্ঞ সদস্যগণের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারাও একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় তাহাদের স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে,মোকদ্দমাটি একতরফা শুনানীতে নিঃখরচায় মঞ্জুর হইল। প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ গোপালগঞ্জ কাঠ মিস্ত্রী শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং ঢাকা-২৮৭৫) এর রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রদান করা হইল এবং অত্র আদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করার নির্দেশ প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত।

অভিযোগ মামলা নং ০৫/৯৮
মোঃ আক্তার মিয়া (টপার)
পিতা মোঃ করম আলী,
গ্রাম সুরাবই, থানা হবিগঞ্জ,
জেলা হবিগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন,
৭৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(২) জেনারেল ম্যানেজার,
বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন,
(রবার ডিভিশন, সিলেট জোন), মৌলবিবাজার।

(৩) ম্যানেজার,
বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন,
শাহাজী বাজার, রবার বাগান, হবিগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৪ তারিখ ১৮-৫-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষের দাখলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম এবং উহা বিবেচিত হইল। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে,প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত।

অভিযোগ মামলা নং ৬/৯৮

মো: রুকন উদ্দিন,
পিতা নুরু মিয়া,
গ্রাম সুরাইই,
থানা+জেলা হবিগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন,
৭৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(২) জেনারেল ম্যানেজার,
বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন,
(রবার ডিভিশন, সিলেট জোন),
মৌলভীবাজার।

(৩) ম্যানেজার,
বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন,
শাহাজীবাজার, রবার বাগান,
হবিগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৪, তারিখ ১৮-৫-৯৮ ইং

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম এবং উহা বিবেচিত হইল। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে,প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।